আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিরচিত।

বারাণসীস্থ মহাত্মা পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামী
অনুজ্ঞয়া প্রকাশিত।

ন যত্র বর্ণ্যতে ভক্তি স্তত্ত্বং জ্ঞানং বিশেষতঃ।
প্রেক্ষাবদ্ভির্ণতদ্দৃশ্যং নচ পাঠ্যং কদাচন॥

কলিকাতা
৫নং নীলমাধব সেনের লেন
বণিক যন্ত্রে
শ্রীআশুতোষ ঘোষালের দ্বারা মুদ্রিত।
কলের্গতাব্দাঃ ৪৯৮৭
শকাব্দা ১৮০৯, সন ১২৯৪।

ওঁ নমো গুরবে।

"একং নিত্যং বিমল মচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণ রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥"

গুরো

ভক্তি, তত্ত্ব ও জ্ঞান তব কৃপা সম্ভূত। যে পদ পঙ্কজ দর্শন মাত্রেই পাষাণ হৃদয়ে ভক্তি, মূঢ় মতির তত্ত্ব বোধ এবং মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞানের জ্ঞানোদয় হয়; যে চরণ ধ্যানে যোগিগণ সদা অনুরক্ত এবং যে চরণামৃত পান প্রত্যেক চরণাশ্রিত ভক্তের প্রার্থনীয়; অদ্য সেই চারুচরণে আমার "আত্ম-জ্ঞান তরঙ্গিণী" কে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

পদানত

শ্রীঅতুলচন্দ্র শর্ম্মা।

উপক্রমণিকা।

ওঁ নমো শিবায়।

"অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসার ভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীর মিবাম্বু মিশ্রম্ ॥"

শাস্ত্র অনন্ত ও বহু জ্ঞাতব্য। অধুনা বিবিধ শাস্ত্রের মূল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হওয়ায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি-গণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবেক; পরন্তু সাধনার উপযোগী যে জ্ঞান, তত্ত্ব, ভক্তি ও বিবেক এই বিষয় চতুষ্টয় বিবিধ শাস্ত্রান্ত-র্গত বলিয়া সাধারণের পক্ষে অতীব শ্রম, আয়াস ও ব্যয়সাধ্য সন্দেহ নাই। অধিকন্তু, সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা উপাসনার সারভূত পদার্থ গুলি দোহন করিয়া লওয়া মনুষ্যের এক জীবনে দুরূহ ও আশাতীত বলিয়া অনেকেই তদভাবে পরম পবিত্র আর্য্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ভোগ বিলাসাদি কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া কালাতিপাত করিতেছেন।

অধিকারী ভেদে উপাসনার অত্যাবশ্যকীয় সারভূত পদার্থ গুলিকে সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত সংক্ষেপে ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সহজ নয় বলিয়া একেবারে নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না।

উক্ত অভাব মোচন ও সাধারণহিত সাধনার্থ বেদান্তাদি শাস্ত্রাভিপ্রায়ে বহু চিন্তা, যত্ন ও শ্রম সহকারে "আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী" নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিলাম। ইহাতে জীবও ঈশ্বর; অধিকারী, যোগ ও উপাসনা; প্রারব্ধ, বৈরাগ্য, ষটচক্র এবং অষ্টাবিংশতি গীতাবলি আছে।

জীব ও ঈশ্বর।—এই অধ্যায়ে ব্রহ্ম কি, জীব ও ঈশ্বব অভিন্ন ইহার বিচার, নিত্যানিত্য বস্তু বিচার, জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরত্রয়, পঞ্চভূতের উৎপত্তি এবং জীবগণের অল্পজ্ঞ সুখ দুঃখ ভোগী হইবার কারণ সংক্ষেপে বিশিষ্টরূপে বর্ণিত আছে।

অধিকারী, যোগ ও উপাসনা।—মনুষ্য মধ্যে সকলের বুদ্ধি ও জ্ঞান শক্তি সমান নয় বলিয়া অধিকারী অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি ভেদে জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই চারিটী মার্গের ভিন্ন ভিন্ন নিয়মাবলী যাহা বিবিধ শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই অধ্যায়ে প্রণয়ন হইল। অর্থাৎ জ্ঞান, যোগও উপাসনা, তাহাদের অধিকারীর লক্ষণ এবং স্ত্রী (সধবা ও বিধবা) পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণই এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

প্রারব্ধ।—মৃত্যুর পর জীবের কি হয় ও জীব কোথায় যায় এই বিষয়টী প্রত্যক্ষাতীত বলিয়া তদ্বিষয়ে অনেকেরই সংশয় থাকিতে পারে। এই অধ্যা

ত্মিক বিষয়টী নির্ম্মল অর্থাৎ হিংসা ও দ্বেষ রহিত বুদ্ধি-গম্য। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ঋষিদিগের বাক্যে অবিশ্বাস বা ঔদাস্য রজঃ ও তমোগুণাধিক্য জনিত মলিন বুদ্ধির কার্য্য। সেই মলিনতার নাশেই শ্রদ্ধার উৎপত্তি। তদ্বিষয়ে শাস্ত্রাভিপ্রায়ে যুক্তি সহকারে সংক্ষেপ বর্ণনা করা এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

বৈরাগ্য।—আত্মা সত্য জ্ঞান আনন্দ ও অনন্ত স্বরূপ। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী নির্ম্মল হইয়াও রজঃ ও তমোগুণের আতিশয্য নিবন্ধন মলিনতা প্রযুক্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি দুর্জ্জয় রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা এই নিরয় সদৃশ সংসারে কর্ম্ম বশে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ও জরামরণাদি দুঃখ ভোগ করে। ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা উপরোক্ত মলিনতা ত্যাগের নামই বিবেক। বিবেকের পরাকাষ্ঠাই আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তি। এই অধ্যায়ে ইহাই [illegible]ত আছে।

ষট চক্র।—বাহ্য জগতের সহিত দেহ অর্থাৎ অন্তর্জ্জগতের সম্যক্ সাদৃশ্য. যোগের প্রথমাঙ্কুর স্বরূপ ষট্চক্র এবং তন্ত্রোক্ত মাংস, মংস্য, মুদ্রা, মদ্য ও মৈথুন এই মুক্তি প্রদ পঞ্চমকার সাধন ও সাত্বিক বলিদানের প্রকৃত সাত্বিক ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ে সাধ্যানুসারে লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটী হয় নাই।

গীত।—ভক্তি, জ্ঞানঅর্থাৎ বৈরাগ্য ও যোগ সম্ব

ন্ধীয় বিবিধ রাগিণী ও তাল সংবদ্ধ শক্তি, শিব, হরি ও ব্রহ্ম বিষয়ক অষ্টাবিংশতি আধ্যাত্মিক গীতাবলি দ্বারা গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

বিরভূম জেলা অন্তর্গত তারাপীঠস্থ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ যোগী পঞ্চানন মিশ্র, বারাণসীস্থ তত্ত্ববিৎ মহেশ স্বরূপ ব্রহ্মচারী এবং খুলনা জেলা অন্তবর্ত্তী সেনহাটী গ্রাম নিবাসী অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চু, সাংখ্যভূষণ ও সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়দিগের অনুগ্রহে সংশোধিত হওয়ায়; তাঁহাদের ও বারাণসীস্থ মহাত্মা পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীর অনুমত্যনুসারে এবং প্রয়াগ ও বারাণসীস্থ কতিপয় সাধক, ব্রহ্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের অনুরোধে আমি "আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী" নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। এখানি সাধক ও ব্রহ্মচারীদিগের আদরের সামগ্রী এবং সাধনার প্রবর্ত্তকদিগের হৃদয়ের ধন হইবে এমত আশা বলবতী রহিল। গৃহী ও ব্রহ্মচারী, হিন্দু, ব্রাহ্ম ও ঐশীতত্ত্বজ্ঞানী, আস্তিক ও নাস্তিক, স্ত্রী ও পুরুষ এবং বৃদ্ধ ও যুবা ইহা সকলেরই দর্শনোপযোগী। অতএব তাঁহারা সানুগ্রহে সাদরে আমার আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণীকে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে আমি যত্ন ও পরিশ্রমের সার্থকতা লাভ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইব।

হুগলী জেলা হাবড়া সবডিষ্ট্রীক্ট অন্তর্গত
প্রতাপপুর নিবাসী।
শ্রীঅতুলচন্দ্র শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

জীব ও ঈশ্বর			পৃষ্ঠা
ব্রহ্ম কি	...	...	১
ঈশ্বর কি	...	...	২
জীব কি	...	...	ঐ
পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি	...	...	ঐ
জীবের উৎপত্তি ও শরীরত্রয়	...	...	৩
নিত্যানিত্য বস্তু বিচার	...	...	১১
জীবের অল্পজ্ঞ সুখ দুঃখ ভোগী হইবার কারণ	...	...	১৩
অধিকারী, যোগ ও উপাসনা			
নির্গুণ ব্রহ্ম সাধনার অধিকারীর লক্ষণ		...	১৫
ক্রিয়া যোগ	...	...	১৭
অষ্টাঙ্গযোগ	...	...	১৯
পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম	...	...	২৭
মন্ত্র যোগ ও তাহার অধিকারী		...	১৩
সধবা ও বিধবা স্ত্রীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম		...	৩২
প্রারব্ধ			
জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি	...	...	৩৯
তাহার কারণ	...	...	৩৮
বৈরাগ্য			
আমি কে ও কে আমার	...	...	৪৪
ত্যাগাভ্যাস	...	...	৪৫
বৈরাগ্য প্রকার	...	...	৪৮

ষট্‌চক্র

পৃষ্ঠা

গীতাষ্টবিংশতি

আত্মজ্ঞান তরঙ্গিণী।

জীব ও ঈশ্বর।

ওঁ নমো নারায়ণায়। পরব্রহ্ম পরমাত্মা পুরুষ। সত্ব রজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি বা মায়া। প্রকৃতি দ্বিবিধা। যথা; পরা ও অপরা বা বিদ্যা ও অবিদ্যা। রজস্ততমোগুণের অস্পৃষ্টা শুদ্ধ সত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে বিদ্যা এবং রজস্তমোগুণের আধিক্য ও সত্বের ন্যূনতা হেতু মলিন সত্ব প্রধানা প্রকৃতিকে অবিদ্যা মায়া বলে। আত্মা নিরাকার, নিরালম্ব এবং ষড়ভাব বিকার (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশ) শূন্য। তিনি নির্গুণ সুতরাং স্বীয় সত্বা অবগত নহেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন। "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্বমসি" ও "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য সকল ঋগ্ যজুঃসামাথর্ব্ব বেদে কীর্ত্তিত আছে। ইহার তাৎপর্য্য ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন। ব্রহ্ম বিশুদ্ধ সত্ব প্রধান উৎকৃষ্ট উপাধি ধারণ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী

জগৎ কারণ ঈশ্বর পদবাচ্য হয়েন। সৃষ্ট্যাদি কার্য্য তাঁহার তটস্থ লক্ষণ এবং সত্য জ্ঞান আনন্দ তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ। যাঁহার বিক্ষেপ শক্তি হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া পুনঃ প্রলয়কালে পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে এবং আকাশ তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। আবরণশক্তি দ্বারা আত্মার স্বরূপ আচ্ছন্ন হওয়ায় বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা উপরোক্ত সৃষ্টিক্রম সম্পাদিত হইয়া থাকে। মতান্তরে—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকার এবং অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তিনি আবার রজঃ ও তমো গুণের আধিক্য ও সত্ত্বের ন্যূনতা হেতু মলিন সত্ত্ব প্রধান অল্পজ্ঞ সুখদুঃখ-ভোগী জীব পদ বাচ্য হয়েন। অর্থাৎ কেবল গুণের তারতম্য হেতু তিনি বিদ্যাবচ্ছিন্ন ও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য উপাধি বিশিষ্ট হয়েন। যেমন বৃক্ষ ও জল সমষ্টি অভিপ্রায়ে বন ও জলাশয় পদবাচ্য হয়, অপিচ, তাহারা পরস্পর একই পদার্থ; তদ্রূপ অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য নানা রূপে নানা ঘটে বিরাজ করিয়া এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদ বাচ্য হয়েন। গাভী সকল বর্ণ, আকৃতি, প্রকৃতিতে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন; পরন্তু তাহা-

দের দগ্ধ ক্ষীর যেমন এক বর্ণেরই হইয়া থাকে ; মৃত্তিকা নির্ম্মিত সরা কলসাদি মৃন্ময় পাত্র সকল পরস্পর আকার ও উপাধির ভিন্নতা সত্তে ও যেমন এক মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছু নহে ; ঊর্ম্মি, বিম্ব ও ফেণ বিবিধ উপাধি ও আকৃতি বিশিষ্ট হইলেও বস্তুতঃ তাহারা জল ভিন্ন আর কিছু নহে এবং হার, বলয়, কুণ্ডলাদি সুবর্ণ নির্ম্মিত হইয়াও তাহারা যেমন বিবিধাকৃতি ও নাম যুক্ত হয় ; তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্য সকল জীবেই সমভাবে বিরাজমান আছেন। গগনস্থ চন্দ্রমা উদয় কালে নানা জলাশয়, হ্রদ, নদ, নদী ও সমুদ্রে যেমন পৃথক্ পৃথক্ চন্দ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয় ; বাস্তবিক চন্দ্র একটী বই দুইটী নহে ; তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আত্মা এক হইয়া বহুরূপে দৃষ্ট হয়েন। যেমন তিল মধ্যে তৈল, ক্ষীর মধ্যে ঘৃত, পুষ্প মধ্যে গন্ধ ও ফল মধ্যে রস সর্ব্বত্রে সমভাবে নিরবচ্ছিন্ন বর্ত্ত-মান থাকে ; তদ্রূপ আত্মা জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থায় অন্বয় ও ব্যতিরেক সম্বন্ধে সর্ব্বত্রেই বর্ত্তমান আছেন।

জীবগণ শরীর ত্রয় বিশিষ্ট। যথা ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ বা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই তিন অবস্থায় বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত কর্ত্তৃক সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত শব্দাদি প্রকৃতি

ও পুরুষ দেহে শোণিত শুক্ররূপে স্থূলদেহ উৎপন্ন করে। ঋতুমতী স্ত্রীর আধারে যথাস্থানে বীজ বর্ষণ দ্বারা এক রাত্রে জরায়ু বেষ্টিত; পঞ্চম দিনে বুদ্বুদাকার; দশাহে বর্ত্তুলাকার; পরে মাংস পিণ্ড হইয়া পক্ষ মধ্যে পেশী; মাস মধ্যে শির, পৃষ্ঠ,স্কন্ধ, গ্রীবা ও উদর; দ্বিতীয় মাসে হস্ত পদ; তৃতীয় মাসে সমস্ত অঙ্গের সন্ধিস্থল, অস্থি ও চর্ম্ম; চতুর্থ মাসে অঙ্গুলি, নখ ও সপ্ত ধাতু; পঞ্চম মাসে নেত্র, কর্ণ, নাসা, মুখ, গুহ্য, লিঙ্গছিদ্র ও কর্ণছিদ্রাদি; ষষ্ঠ মাসে জীব ও ধ্যানাবস্থা; সপ্তমে কেশ রোম; অষ্টমে জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকাশে পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ, কম্পায়মান কলেবর, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ ও বাম পার্শ্বে পরিবর্ত্তন; নবমে জঠরানল তাপে সন্তপ্ত হইয়া অনুতাপ এবং দশম মাসে গর্ত্ত নিঃসরণ হইয়া থাকে। স্থূল শরীর চতুর্ব্বিধ। যথা; জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্য। যে দেহ জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয় তাহা জরায়ুজ; অর্থাৎ পশু, মনুষ্যাদি দেহ; যাহা অণ্ড অর্থাৎ ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয় তাহা অণ্ডজ, যথা সর্প পক্ষী প্রভৃতি; যাহা স্বেদ অর্থাৎ উত্তাপ বা ঘর্ম্ম হইতে উৎ-পন্ন হয় তাহা স্বেদজ, যথা মশকাদি এবং যাহা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠে তাহা উদ্ভিজ্য অর্থাৎ বৃক্ষ লতাদি।

পঞ্চীকরণ যথা; আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেক

ভূতকে ষোড়শাংশে বিভক্ত করিয়া তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ অষ্টাংশ প্রত্যেক ভূতে রাখিয়া অপর চারি ভূতের দুই দুই অংশ পরিমাণে অষ্টাংশের সহিত মিলিত হইয়া সাকল্যে ষোড়শাংশ পূর্ণ হইলে এক এক ভূতের পঞ্চীকরণ হয়। যথা; আকাশের অষ্টাংশের সহিত বায়ুর দুই অংশ, তেজের দুই অংশ, জলের দুই অংশ এবং পৃথিবীর দুই অংশ মিলিত হইয়া আকাশের পঞ্চীকরণ এবং বায়ুর অষ্টাংশের সহিত আকাশের দুই অংশ, তেজের দুই অংশ, জলের দুই অংশ ও পৃথিবীর দুই অংশ মিলিত হইয়া বায়ুর পঞ্চীকরণ হয়। সেইরূপ অগ্নি, জল ও পৃথিবীর পঞ্চীকরণ হইয়া থাকে। মানব দেহ একটী যন্ত্র মাত্র। ভৌতিক, শক্তি ও জ্ঞান এই তিন প্রকার তত্ত্বে নির্ম্মিত; ক্রিয়া শক্তি প্রধান অবয়ব বিশিষ্ট স্থূল দেহ ভৌতিকতত্ত্বে, ইচ্ছা শক্তি প্রধান সূক্ষ্ম দেহ শক্তিতত্ত্বে এবং জ্ঞান শক্তি প্রধান কারণ দেহ জ্ঞানতত্ত্বে নির্ম্মিত। এই দেহ সপ্ত ধাতু বিশিষ্ট স্থূল শরীর এবং ইহাকে অন্নময় কোষ বলে। সপ্ত ধাতু যথা; রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। রস হইতে রুধির, রুধির হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। অস্থি, নখ, মাংস, মেদ, শিরা লোম, লোমকূপ প্রভৃতি ক্ষিতিতত্ত্ব সম্ভূত। লালা, দুগ্ধ,

অশ্রু, নাসাস্রাব, মূত্র, স্বেদ, মস্তিষ্ক, পেশী, রক্ত ও শুক্র জলতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। আকাশ হইতে শব্দ, বায়ু হইতে শব্দস্পর্শ, তেজ হইতে শব্দস্পর্শরূপ, জল হইতে শব্দস্পর্শরূপরস,পৃথিবী হইতে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ উৎপন্ন হয়।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়,পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন,বুদ্ধি এবং পঞ্চ বায়ু ইহারা সপ্তদশ লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্ম শরীর। কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা; বাক্, পাণি (হস্ত), পাদ, পায়ু, (গুহ্যদ্বার), ও উপস্থ (লিঙ্গ)। জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা; কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসা। অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদ চার ভাগে বিভক্ত। যথা; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। পঞ্চ বায়ু যথা; প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণ বৃত্তি বুদ্ধি অর্থাৎ বুদ্ধির কার্য্য নিশ্চয়। সংশয়াত্মিকান্তঃকরণ বৃত্তি মন অর্থাৎ মনের কার্য্য সংশয়। মনের গতি দুই প্রকার; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানাত্মিকান্তঃকরণ বৃত্তি অহঙ্কার অর্থাৎ অহঙ্কারের কার্য্য অভিমান এবং অনুসন্ধানাত্মিকান্তঃকরণ বৃত্তি চিত্ত অর্থাৎ চিত্তের কার্য্য স্মরণ। নিশ্চেষ্ট চেতনে অহং জ্ঞান প্রকাশ হইবা মাত্র অঙ্কুর রূপিণী স্মৃতি শক্তির উদয় হয়, যাহা চিত্তের কার্য্য। স্মৃতির উদয়ে বাসনা, সঙ্কল্প ও আকাঙ্ক্ষার উদয়। সেই বাসনা শক্তি উত্তেজিত হইলে যে

গতি জন্মে তাহাকে ইচ্ছা বলে। ঊর্দ্ধ গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী প্রাণ বায়ু। অধঃগমনবান পায়্বাদি স্থানবর্ত্তী অপান বায়ু। বিশ্বগমনবান অখিল শরীরবর্ত্তী ব্যান বায়ু। কণ্ঠস্থানীয় ঊর্দ্ধ্ব গমনশীল উৎক্রমণ বায়ু উদান, এবং শরীর মধ্যগত অন্নাদি পরিপাককর সমান বায়ু। গতি শক্তি মাত্রেই বায়ুতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। শয়ন, প্রসারণ, ভ্রমণ, উপবেশন, ধাবন, লম্ফন, কম্পন, কাম, ক্রোধ, মোহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পীড়া প্রাণ বায়ুর কার্য্য। পুরীষ, মূত্র, শুক্র ও গর্ভ নিঃসরণ অপান বায়ুর কার্য্য। অগ্নি সহকারে আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করা সমান বায়ুর কার্য্য। কাশি, হাঁচি, বাক্য কথন, স্ফীত হওন ও শ্বাস প্রশ্বাসরূপে প্রত্যহ ষট্‌শতাধিক একবিংশতি সহস্র (২১৬০০) বার প্রত্যহ গমনাগমন করা উদান বায়ুর কার্য্য। শরীরে শোণিত ও অন্যান্য পদার্থ সঞ্চালন এবং ইন্দ্রিয়গণকে স্বকার্য্যে নিয়োগ করা ব্যান বায়ুর কার্য্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত দেহ মধ্যে আর পাঁচটী বায়ু আছে। যথা; নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। বমনের বেগ প্রভৃতি নাগ বায়ু হইতে জন্মে। নেত্রের নিমীলন ও উন্মীলন কূর্ম্ম বায়ুর ক্রিয়া। দীর্ঘশ্বাস কৃকর বায়ুর কার্য্য। হাস্য, চর্ব্বণ, মুখ প্রসারণ ও সঙ্কোচ দেবদত্ত বায়ুর কার্য্য। হাঁচি বিশেষতঃ ধনঞ্জয় বায়ুর কার্য্য।

আকাশাদি পঞ্চ ভূতের রজোগুণাংশ হইতে পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। যথা; আকাশের রজোহংশ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজোহংশ হইতে হস্ত, তেজের রজোহংশ হইতে পদ, জলের রজোহংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোহংশ হইতে উপস্থ উৎপন্ন হয়। আকাশাদি পঞ্চ ভূতের একত্র মিলিত রজোহংশ হইতে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু উৎপন্ন হয়। আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে পর্য্যায়ক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। যথা, আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বক্, অগ্নির সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে জিহ্বা এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে নাসার উৎপত্তি। পঞ্চ ভূতের সমষ্টির সাত্ত্বিকাংশ হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণ প্রাণময় কোষ। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মন মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ। চৈতন্যের প্রকাশ হেতু অজ্ঞান আনন্দের ভোক্তা তজ্জন্য অজ্ঞান পর্য্যন্ত আনন্দময় কোষ, ইহাকে সুষুপ্তি কহে। শরীর ত্রয় ব্যতিরিক্ত একটী অবস্থা আছে তাহার নাম তুরীয়। যাতনা, পীড়া, আসক্তি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, অজীর্ণ, স্ত্রী সহবাস-আকাঙ্খা ও ভক্তি অগ্নিতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। আত্ম-

প্রেম, আত্মরক্ষা, ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, বিরতি, আনন্দ ও চিন্তা আকাশ তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন।

জীবের পঞ্চ অবয়ব ও পঞ্চাবস্থা। তমঃ, তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র, মোহ ও মহামোহ এই পাঁচ অবয়ব। শৈশব, কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ এই পাঁচ অবস্থা। জীব যখন বিষয় ভোগের সুখ দুঃখ অনুভব না করিয়া কেবল স্তন পান ও রোদনাদি করে তখন তমঃ অবয়ব ও শৈশব অবস্থা বিশিষ্ট। যখন পরমার্থ জ্ঞানের অভাব থাকে এবং কেবল আমার পিতা, আমার মাতা এবম্প্রকার জ্ঞান জন্মে তখন তামিশ্র অবয়ব ও কৌমার অবস্থা বিশিষ্ট। যখন অনিত্য দেহাভিমান প্রবল হইয়া আমি সুন্দর, আমার ভার্য্যা প্রভৃতি জ্ঞান হয় তখন অন্ধতামিশ্র অবয়ব ও যৌবনাবস্থা। যখন আমার ঐশ্বর্য্য, আমার পুত্র, আমার ক্ষমতা প্রভৃতি অভিমান হয় তখন মোহ অবয়ব ও প্রৌঢ়অবস্থা এবং যখন সবর্ণ বিবর্ণ স্বজাতি বিজাতি ইত্যাকার সঙ্কল্প ও বিকল্প জ্ঞানে আবৃত হয় তখন মহামোহ অবয়ব ও বৃদ্ধাবস্থা।

জীব রজস্তমোগুণের আতিশয্য হেতু পঞ্চ ক্লেশের বশবর্ত্তী হয়। পঞ্চক্লেশ যথা ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা (কাম, কর্ম্ম, তম) কে কার্য্যবিদ্যা বলা যায়। ইহা চার প্রকার।

অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, দুঃখকে সুখ বলিয়া জ্ঞান ও আত্ম ভিন্ন বস্তুতে আত্মজ্ঞান। কর্ম্ম তিন প্রকার। সঞ্চিত, আগামী ও প্রারব্ধ। অনেক-জন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম সমূহই সঞ্চিত কর্ম্ম। ভাবি কর্ম্মই আগামী কর্ম্ম। পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম যদ্বারা নব কলেবর উৎপন্ন হয় তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম। সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্ম জ্ঞান দ্বারা ও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম শরীরে অহংজ্ঞানের স্থিতিকে অস্মিতা, সুখেচ্ছায় অনুরাগকে রাগ, দুঃখ বিবেচনায় যে ক্রোধাদি হয় তাহাকে দ্বেষ এবং জন্ম মরণ রূপ জ্ঞান সত্ত্বে দৃঢ় প্রবৃত্তি নিবন্ধন স্বয়ং কৃত বস্তু ত্যাগে অশক্ততাকে অভিনিবেশ কহে। এতদ্দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। সুখ দুঃখাদি বোধ অন্তঃকরণের কার্য্য। বাহ্য বা অন্তর্ভাবোদয়ে অন্তঃকরণে সুখ দুঃখ অনুভূত হয়।

আত্মা সদা মুক্ত ও সত্য এবং জগৎ মিথ্যা। আত্মার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্ব কিছুই নাই। যদ্রূপ দর্পণোপর কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণ মধ্যে সেই পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়, সেই-রূপ অন্তঃকরণদর্পণে পরমাত্মার প্রতিভা পড়িয়া জীবাত্মা রূপে (অহংভাবে) প্রকাশ পায়। ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন মহাকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নহে,

কেবল ঘটস্থিত বলিয়া ঘটাকাশ উপাধি ধারণ করে, আত্মা ও তদ্রূপ পরমাত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহেন, তবে দেহস্থিত বলিয়া দেহী অর্থাৎ জীবাত্মা উপাধি বিশিষ্ট হয়েন। তিনি দেহ মধ্যে আছেন সত্য, পরন্তু যেমন শুভ্র স্ফটিক কোন রক্তজবার নিকটস্থ হইলে রক্ত বর্ণ স্ফটিক বলিয়া প্রতীতি হয়, বস্তুতঃ রক্তবর্ণ হয় না; তদ্রূপ আত্মা ও দেহবর্ত্তী হইয়া দেহ নহেন। অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত লৌহ দণ্ড যেমন দগ্ধ লৌহ দণ্ড পদবাচ্য হইয়া দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, বাস্তবিক অগ্নি লৌহ দণ্ড নহে, সেই রূপ আত্মার প্রকাশে দেহ চৈতন্য প্রাপ্ত হয় বলিয়া আত্মা কখনই শরীর নহেন। সূর্য্যদেব যেমন স্বকীয় প্রখর রশ্মি প্রভাবে পৃথিবীস্থ যাবতীয় দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ রস শুষ্ক করিয়া তাহাদের গন্ধ হরণ করিয়া লন অথচ তাঁহাতে কোন গন্ধ স্পর্শ করিতে পারেনা, তদ্রূপ আত্মা দেহস্থিত হইলেও সুখ দুঃখাদি দেহের ধর্ম্ম, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

আত্মা ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ অনিত্য, ক্ষণধ্বংসী বা মিথ্যা। সূক্ষ্ম শরীরে স্বপ্ন কালে জীব যেমন নানা ভীষণ ও রমণীয় মূর্ত্তি দর্শনে তাহাদের নিত্যতা জ্ঞানে একান্ত ভীত ও আহ্লাদিত হয়. এবং তাহা স্বপ্ন বলিয়া অলীক বোধ করে না, তদ্রূপ জাগ্রৎ অবস্থায়ও অজ্ঞান রূপ স্বপ্ন প্রভাবে এই প্রপঞ্চময়

যাবতীয় মায়াময় মিথ্যা পদার্থ বা জগৎকে নিত্য বলিয়া বোধ করে। জীব নিকৃষ্ট অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য বলিয়া নিত্যানিত্য বস্তু বিচার করিতে অসমর্থ হইয়া আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি দ্বারা অধ্যারোপ করিয়া ফেলে। যেমন ভ্রম বশতঃ শুক্তিতে রজত জ্ঞান, রজ্জুতে সর্প জ্ঞান, সর্পে যষ্টি বুদ্ধি হয়, তদ্রূপ অজ্ঞান বশতঃ জীব অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করে। পরন্তু যেমন তৎপরে জ্ঞানোদয়ে শুক্তি রজ্জু ও সর্প বলিয়া প্রতীতি হয়; রজত, সর্প ও যষ্টি জ্ঞান থাকে না তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। রজনীতে যেমন কাষ্ঠ খণ্ডে তস্কর ও বৃক্ষে প্রেত ভ্রম এবং তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের বিস্তীর্ণ বালুকাময় ভূমিতে উজ্জ্বল বালুকা রাশি দর্শনে জলাশয় ভ্রম হয়, তদ্রূপ এই মিথ্যা মায়াময় জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ হয়। মেঘাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে যেমন তমোহারি সূর্য্যকে মেঘাবৃত বলিয়া বোধ হয় বস্তুত এরূপ বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সামান্য একটু মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন চক্ষে স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এই মায়াময় জগৎকে সত্য বলিয়া দেখে।

কেবল শুদ্ধ সত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা ঈশ্বর বা উপাস্য হয়েন। জীব মলিনতা প্রযুক্ত ভ্রম বশে আমি, তুমি,

আমার, তোমার ইত্যাকার মোহদ্বারা স্বীয় সচ্চিদানন্দ রূপ জানিতে অসমর্থ হইয়া অবিদ্যার বশবর্ত্তী হয়তঃ পুনঃ পুনঃ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ ভোগ করে। অভিমানে অভিভূত হইয়া আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি রাজা ও আমি প্রজা ইত্যাকার বোধ করিয়া থাকে। কাম ক্রোধাদি রিপুপরতন্ত্র হইয়া ভ্রমবশে স্ত্রী, পুত্র, ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ ইত্যাদি অনিত্য ও মিথ্যা বস্তুকে নিত্য ও স্বীয় বিবেচনায় কর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকে। অধর্ম্ম, হিংসা, নিন্দা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, অসত্য ও কৌটিল্যকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর অনর্থ রূপে অর্থ ও যশোলাভে যত্নবান থাকে।

অর্থ ও অর্থকরী বিদ্যামদেমত্ত থাকিয়া রজস্তমো-গুণের আধিক্য হেতু নাস্তিকতা বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং সংসার বন্ধনচ্ছেদকরূপ শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরোপাসনায় বিশ্বাস শূন্য হইয়া সামান্য পশ্বাদির ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়া তাহাতেই নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। কখন বা মোহ ও তমঃ প্রভাবে আপনাকে মহৎ ও বুদ্ধিমান বিশিষ্ট মনে করে এবং ভগবান ঋষিগণকৃত পথ প্রদর্শক রূপ শাস্ত্র সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছা-নুসারে ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করে।

যাহাতে মনুষ্যত্ব ধারণ করে অর্থাৎ যে গুণ ও শক্তি

থাকিলে মনুষ্য বলা যায় তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দুই প্রকার। যথা; প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক বা স্থূল ও সূক্ষ্ম। ব্রত, যাগ, যজ্ঞাদি রূপ প্রবৃত্তি মূলক বা সকাম ধর্ম্মই স্থূল এবং ব্রহ্মজ্ঞান সাধন নিমিত্ত নিবৃত্তি মূলক নিষ্কাম ধর্ম্মই সূক্ষ্ম। স্থূল ধর্ম্ম হইতে সূক্ষ্ম ধর্ম্মের উৎপত্তি। কারণ, বৈধ ভোগ দ্বারা বিষয় তৃষ্ণা নিবারণ হইলে বাসনার নিবৃত্তি হয়। পক্ষপাতিত্ব শূন্য হইয়া দেখিতে গেলে তৎসম্বন্ধে কেবল আর্য্যদিগের সনাতন ধর্ম্মে বিশিষ্টরূপ বর্ণিত আছে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। পরন্তু, সেই গুলির মর্ম্ম গ্রহণ অসমর্থতা কেবল রজস্তমোগুণাধিক্য ও সত্ত্বের ন্যূনতা নিবন্ধন মলিনতার কারণ। যদ্বারা সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি ও রজস্তমোগুণের হ্রাস হয় তাহার নাম সাধনা বা যথানিয়মে ঈশ্বরোপাসনা। যে সাধন-বলে প্রাচীন মুনি ঋষি গণ অবিদ্যার নাশ করতঃ মহৎপদ অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞানরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন এবং যে যে পন্থা পর্য্যায় ক্রমে অধিকারী ভেদে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা অষ্ট বা ষোড়শ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে গ্রন্থাকারে বর্ণনার নামই শাস্ত্র। ঐশ্বরিক প্রেম বা ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও যোগ ইহারা পথ স্বরূপ। অধিকারী হইয়া জীব ঋষ্যাদি কৃত শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে

ঐ পথ অবলম্বন করিলে অবিদ্যার নাশ হয়তঃ আত্ম-জ্ঞানী হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে। অবিদ্যার নাশে কর্ত্তৃ ও কর্ম্মভাব তিরোহিত হইয়া জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ইহাদের পরস্পরের ভেদ জ্ঞান দূর হয়। আত্ম-জ্ঞানী হইলে শোক মোহ, সুখ দুঃখ; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কিছুই থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া জীব ব্রহ্মপদ বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

অধিকারী, যোগ ও উপাসনা।

ব্রহ্মজ্ঞানই জীবের মুক্তির কারণ। জীবগণ অধি-কারী হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে উপাসনার তারতম্য ভেদে সাযুজ্য (তাঁহাতে লয়), সারূপ্য (সেইরূপ), সামীপ্য (তাঁহার নিকট), ও সালোক্য (সেই লোক) এই চারি প্রকার ফল প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিধিবৎ বেদ বেদাঙ্গ অধ্যায়ন করতঃ কাম্য নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপা-সনা দ্বারা বিগত কল্মষ অর্থাৎ পাপ শূন্য হইয়া যিনি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হয়েন তিনি নির্গুণ সাধনার অধিকারী।

স্বর্গাদীষ্ট সাধন ব্রত যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম।

হিংসা, সুরাপান, পরদারগমন, অভক্ষ্যভক্ষণ, চৌর্য্যাদি বেদ বিরুদ্ধ কর্ম্ম নিষিদ্ধ কর্ম্ম।

সন্ধ্যাতর্পণাদি কর্ম্ম, যাহাদের অকরণে প্রত্যবায় আছে, তাহারাই নিত্য কর্ম্ম।

পুত্র জন্ম পিতৃবিয়োগাদি নিমিত্ত ক্রিয়মান জাতেষ্টি ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মই নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

পাপক্ষয় মাত্র সাধন চান্দ্রায়ণাদি ব্রতই প্রায়শ্চিত্ত।

শাস্ত্রোক্ত সগুণ ব্রহ্মোপাসনার নামই উপাসনা।

উপরোক্ত নিত্যাদি কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও উপাসনাদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়।

ব্রহ্ম নিত্য অর্থাৎ সত্য তদ্ভিন্ন যাবতীয় পদার্থ অনিত্য বা মিথ্যা এইরূপ জ্ঞানই নিত্যানিত্য বস্তু বিচার।১। ঐহিক ঐশ্বর্য্যাদি বিষয় ভোগরূপ তামস সুখ এবং স্বর্গাদি সুখভোগ কর্ম্ম জন্য অনিত্য বিবেচনায় তাহাতে স্পৃহা না থাকাই বিরাগ।২।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধানই ষট্ সম্পত্তি।৩। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতীত বিষয়ান্তর হইতে মনের নিগ্রহই শম। তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমনই দম। বিধি পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনাকে উপরতি বলে। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা। গুরু

ও বেদ বেদান্তে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। মনের ব্রহ্ম বিষয়ক একাকার নিরোধ বৃত্তিই সমাধান।

মোক্ষেচ্ছাই মুমুক্ষত্ব।৪।

বেদান্ত বাক্য গুরু মুখে শ্রুত হইয়া তাহার তাৎপর্য্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অবধারণকে শ্রবণ কহে। ব্রহ্মপদার্থ অর্থাৎ গুরুবাক্য চিন্তা বা শাস্ত্র পাঠ দ্বারা বিচারকে মনন বলে। জীবের বিজাতীয় সাংসারিক বিষয়াকার বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকার বৃত্তি অবধারণকে নিদিধ্যাসন কহে।

উক্ত সাধন সম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বমস্যাদি বাক্য (তৎ ব্রহ্ম, ত্বং জীব ও অসি অর্থাৎ একত্র ফলিতার্থ) জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি ও পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়।

চিত্ত বৃত্তির নিরোধ অর্থাৎ সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ভাবে থাকাই যোগ। জলের চঞ্চলত্ব হেতু যেমন তদুপরস্থ কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন আকার বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীতি হয়, তদ্রূপ সমাধি বিগম অবস্থায় চিত্তের চঞ্চলত্ব ও পুরুষের চঞ্চলত্ব রূপে প্রতীয়মান হয়। চিত্তের দুই ভাব। ক্লিষ্টা বা অশুভ ফলপ্রদ কাম ক্রোধাদি, অক্লিষ্টা বা শুভফল প্রদ তপঃ সত্য অহিংসাদি। ইহাদের বৃত্তি পাঁচ প্রকার। যথা; প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রত্যক্ষ-

অনুমান ও আগম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুভব করাই প্রমাণ। মিথ্যাকে সত্য ভ্রমের নাম বিপর্য্যয় বা বিপরীত বোধ। প্রকৃত বস্তুর অভাবে বাক্য প্রতি-পন্ন জ্ঞানই বিকল্প বা কল্পনামাত্র। অজ্ঞানের বৃত্তির নাম নিদ্রা। পূর্ব্বে যাহা অনুভূত হইয়াছে তাহার স্বরূপ ধারণার নাম স্মৃতি। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উক্ত বৃত্তি সমূহের নিরোধ করিতে হয়। মনঃস্থির রাখিবার জন্য সর্ব্বদা কূটস্থে থাকিবার পুনঃ পুনঃ যত্নই অভ্যাস। যাহা নিরন্তর দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ক্রিয়া দ্বারা দৃঢ়ভূমি হয়। ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত বিষয়ে বীত-রাগ হইয়া শূন্যে থাকিবার নাম বৈরাগ্য। ঈশ্বর প্রণি-ধান ও সমাধির হেতু। ঈশ্বর বাচ্য ও মন্ত্র তাঁহার বাচক। সমাধি অবস্থায় মন্ত্রধ্বনি শ্রুত হয় অতএব মন্ত্রই ঈশ্বর। তপঃ,স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানাদি ক্রিয়া যোগ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নৈর্ম্মল্য সাধন, মন্ত্রজপ, সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করা এবং সকলই তিনি করিতেছেন এরূপ প্রকৃতবোধই ক্রিয়া যোগ। ক্রিয়া যোগ সমাধির অনুষ্ঠান ও পঞ্চক্লেশ লাঘব করণার্থ।

ব্রহ্মবীজ অর্থাৎ প্রণবই সকলের মূল। ইহার ঋষি ব্রহ্ম, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা অগ্নি এবং সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগ হয়। ইহা অকার, উকার ও মকার এই বর্ণ-ত্রয়ে ঘটিত। যাহাদের অর্থ বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর,

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র, সৃষ্টি স্থিতি ও লয়, গায়ত্রী সাবিত্রী ও সরস্বতী, বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞ, ঋক্ যজুঃ ও সাম্, জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি, বা জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। প্রণবই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। ইহার অধিকারী ত্রৈবর্ণিক। কিন্তু তন্ত্রোক্ত বীজমন্ত্রে চতুবর্ণেরই অধিকার আছে।

জীবের দেহই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। জীব-দেহতত্ত্ব অবগত হইয়া অধিকারী হয়তঃ গুরু কৃপায় ঘটসাধন করিতে পারিলে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বাসনা শূন্য হইয়া ঘটসাধনরূপ অষ্টাঙ্গযোগ আয়ুর্বৃদ্ধি, চিত্তৈকাগ্রতা ও ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের একটী স্বতঃসিদ্ধ ও অত্যাশ্চর্য্য পন্থা। সবল শরীর ও বিশুদ্ধ চরিত্র বিশিষ্ট, বিগতকাম বিবেকী সাধক সদ্‌গুরুকৃপা লাভ করিয়া যোগাভ্যাসে সমর্থ হয়।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ।

যম পাঁচ প্রকার। যথা; অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। কোন জীবের হিংসা বা অনিষ্ট না করা অহিংসা। সকল অবস্থাতে যথার্থ বলা সত্য। অপহরণ না করা অস্তেয়। শুক্রধারণ অর্থাৎ স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রহ্মাচর্চ্চাই ব্রহ্ম-

চর্য্য। ইহ ও পরলোকের সমস্ত বস্তুতে লোভ শূন্য হওয়া অপরিগ্রহ।

নিয়ম ও পাঁচটী। যথা; শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান। শরীর ও মনের নির্ম্মলতা শৌচ। সকল অবস্থাতেই তুষ্ট থাকা সন্তোষ। ইন্দ্রিয়ের নৈর্ম্মল্য সাধনপূর্ব্বক গুরু পদে আত্ম সমর্পণ তপঃ। মনে মনে ইষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরে একান্ত ভক্তিই ঈশ্বর প্রণিধান।

মতান্তরে—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, ঋজুতা, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শুচি এই দশটী যম এবং তপঃ সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ ও জপ এই সাতটী নিয়ম!

আসন।—সিদ্ধ, পদ্ম, শৌশুর, স্বস্তিক, ভদ্র, বজ্র, গরুড়, বীর, ধনু, সিংহ, বৃষ, উষ্ট্র ইত্যাদি।

মুদ্রা।—খেচরী, মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্ধর, মহাবন্ধ, শাম্ভরী, ভুজঙ্গিনী ইত্যাদি।

আসন মধ্যে সিদ্ধ ও পদ্ম এবং মুদ্রা মধ্যে খেচরী ও মহামুদ্রা প্রসিদ্ধ এবং অভ্যসনীয়। খেচরী মুদ্রা অতীব আয়াস ও সদ্‌গুরুকৃপাসাধ্য। যাহাতে সিদ্ধ হইলে রোগ, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা জয় করা যায়।

বাম পদের গুল্‌ফ স্থান গুহ্যের উপরিভাগে এবং দক্ষিণ পদের গুলফদেশ লিঙ্গ মূলের ঊর্দ্ধে স্থাপন পূর্ব্বক

হৃদয়ে চিবুক আনয়ন করিয়া ভ্রূমধ্যদেশ স্থির দৃষ্টে অবলোকন করতঃ অবস্থিতিকে সিদ্ধাসন বলে।

বামোরূপরি দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণোরূপরি বাম চরণ সংস্থাপন করিয়া পৃষ্ঠদেশে বাম হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক হৃদয়ে চিবুক আনয়ন করতঃ নাসাগ্রে দৃষ্টি করার নাম বদ্ধ পদ্মাসন। ইহা কুম্ভক অভ্যাসকালে প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া গুহ্য সংকোচ পূর্ব্বক রসনাকে ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা তালুমূলে উত্তোলন করতঃ ভ্রূদেশে (কপাল কুহরে) প্রবেশ করানই খেচরী মুদ্রা। জিহ্বার অধোভাগস্থিত নাড়ী ছিন্ন, নবনীত ও লৌহ যন্ত্র দ্বারা জিহ্বা দোহন ও কর্ষণাভ্যাসে ক্রমশঃ জিহ্বা দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রাভ্যাসে সমর্থ হয়। জিহ্বা তিন প্রকার। যথা, গো, মনুষ্য ও হস্তি জিহ্বা। যে জিহ্বা বহির্দেশে আনিয়া নাসা স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় তাহা গো অর্থাৎ উত্তম, যাহা বাহিরে আনিয়া নাসিকা স্পর্শ করিতে পারে না তাহা মনুষ্য বা মধ্যম এবং যাহা বাহিরে আসে না তাহা হস্তি বা অধম জিহ্বা। উত্তম জিহ্বা দোহন, মধ্যম দোহন ও কর্ষণ এবং অধম দোহন কর্ষণ ও ছেদন দ্বারা কার্য্যকর হইয়া থাকে। অধিকন্তু

সদ্গুরূপদেশে জিহ্বা মাত্রেই যথা নিয়মে ছেদন, দোহন ও কর্ষণ করিলে আশু কার্য্যকর হইয়া ফল প্রদ হয়।

গুহ্য স্থানে বাম গুল্ফদেশ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া দক্ষিণ পদ প্রসারণ করতঃ কণ্ঠ সংকোচন ও ভ্রূ মধ্য-দেশ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ় রূপে ধারণ করিয়া জানুদেশে ক্রমশঃ মস্তক নত করাই মহামুদ্রা। দিবায় বাম ও রাত্রে দক্ষিণ গুল্ফ গুহ্য দেশে ধারণ বিধি। উড্ডীয়ানবন্ধ, জাল-ন্ধরবন্ধ, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ এই বন্ধ চতুষ্টয় ও মহাবেধ সাহায্যে মহামুদ্রাদি আশুফলপ্রদ হইয়া থাকে। যাহা সদ্গুরূপদেশ সাপেক্ষ।

কুম্ভক অভ্যাস করিতে গেলে ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকা, ত্রাটক্ ও কপালভাতি এই ষট্কর্ম্ম দ্বারা দেহ শোধন বা নাড়ী শুদ্ধি করা কর্ত্তব্য; অথবা প্রথমতঃ চারি ষোড়শ ও অষ্টবার জপক্রমে ইড়া, সুষুম্না ও পি-ঙ্গলা মধ্যে পূরক কুম্ভকও রেচক দ্বারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে ও রাত্রে দুই প্রহরে প্রতিবারে বিংশতি, ষোড়শ বা দ্বাদশ বার প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ যথা নিয়মে অল্প অল্প সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ ক্রমাগত ছয় মাস কাল অভ্যাস করিলে ষট্কর্ম্ম ব্যতিরেকেও দেহ শোধন হইতে পারে। গুপ্ত স্থানে, নিরুপদ্রপে, নির্ব্বিঘ্নে, প্র-শান্ত চিত্তে যথা নিয়মে প্রশস্ত আহারাদির ব্যবস্থা

করিয়া বসন্ত বা শরৎকালে যোগাচরণারম্ভ করা কর্ত্তব্য।

প্রাণ নিরোধের নামই প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম দ্বিবিধ। যথা; সহিত ও কেবল অর্থাৎ সগর্ভ ও নির্গর্ভ। বীজোচ্চারণ পূর্ব্বক পূরক, কুম্ভক ও রেচক সহিত প্রাণায়ামকে সহিত প্রাণায়াম এবং বীজ রহিত কেবল কুম্ভককে কেবল প্রাণায়াম কহে। কুম্ভক অষ্ট প্রকার। যথা; সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী। ইড়া সুষুম্না ও পিঙ্গলা মধ্যে পূরক, কুম্ভক ও রেচক শোড়ষ চতুঃষষ্টি ও দ্বাত্রিংশৎ বার জপক্রমানুসারে অভ্যাস করিয়া ক্রমশঃ সংখ্যা বৃদ্ধিকরতঃ অগর্ভ বা কেবল প্রাণায়ামে অধিকারী হইতে হয়। যদ্বারা সুষুম্না মার্গে খেচরী মুদ্রার সাহায্যে মূলাধার হইতে মহামায়া কুণ্ডলিনীকে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞারূপ ষট্‌চক্রভেদ করিয়া সহস্রারস্থিত পরমাত্মারূপ মহাশিবে সংযোগ করতঃ তথায় চিত্তকে নির্ব্বাতদীপবৎ অচল অর্থাৎ স্থির করিয়া জিতশ্বাস হইয়া আনন্দ রস পান করাই প্রাণায়াম। তদবস্থায় অবলোকন ব্যতীত দৃষ্টি, অবরোধন ব্যতীত বায়ু এবং অবলম্বন ব্যতীত মনঃস্থির হইয়া যায়। ভ্রামরী প্রাণায়াম অভ্যাস কালে বিবিধ নাদোৎপত্তি হয়। যথা; মধুমত্ত ভ্রমরঝঙ্কার, বেণু, বীণা, ঘণ্টাধ্বনি ও মেঘগর্জ্জন ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়গণের স্বস্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণকে প্রত্যাহার কহে। অদ্বিতীয় বস্তুতে মনের ধারণাই ধারণা। অদ্বিতীয় বস্তুর একাগ্র চিন্তাই ধ্যান। ধ্যান ত্রিবিধ। যথা; স্থূল, জ্যোতি ও সূক্ষ্ম। হৃদয়ে উপাস্যের মূর্ত্তি বা জগৎরূপ উপাস্যের বিরাট মূর্ত্তি, ভ্রূদেশে মনের ঊর্দ্ধে প্রণবাত্মক তেজ এবং শাম্ভবী মুদ্রার সাহায্যে নেত্ররন্ধ্রাদ্বিনির্গত বিন্দু ব্রহ্মের ধ্যানই স্থূল, জ্যোতি ও সূক্ষ্ম ধ্যান।

অখণ্ড বস্তুতে চিত্ত বৃত্তির লয়ই সমাধি। সমাধি দুই প্রকার। সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। চিত্তের নিরোধ হইয়া বিক্ষেপ হইলে তাহাকে সবিকল্প সমাধি বলে। এবং অখণ্ড ব্রহ্মে বিক্ষেপাদি বিঘ্ন রহিত হইয়া নির্ব্বাতদীপবৎ চিত্তের তন্ময়তাই নির্ব্বিকল্প সমাধি। সবিকল্প সমাধি ষড়্‌বিধ। যথা; ধ্যান, নাদ, রসানন্দ, লয়সিদ্ধি, ভক্তি ও রাজযোগ সমাধি। শাম্ভবী মুদ্রার সাহায্যে আত্মপ্রত্যক্ষ হইয়া মনের তাহাতে লয়ই ধ্যানযোগ, খেচরী মুদ্রা সহকারে রসনা সম্যক প্রকারে ঊর্দ্ধ্বগত হইলে যে সমাধি হয় তাহা নাদ যোগ, ভ্রামরী কুম্ভক কালে অন্তঃস্থ নাদ শ্রবণে আনন্দ উপস্থিত হইলে যে সমাধি হয় তাহা রসানন্দযোগ, যোনি মুদ্রা সিদ্ধ হইলে পূর্ণানন্দ ও অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া যে সমাধি হয় তাহা লয় সিদ্ধি যোগ, স্বকীয়

হৃদয়ে ভক্তি সহকারে ইষ্টদেব ধ্যানে ঐশ্বরিক প্রেমের পরাকাষ্ঠা নিবন্ধন আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন ও পরমাহ্লাদে যে সমাধি হয় তাহা ভক্তিযোগ, এবং জ্ঞানযোগ সহকারে মনোমূর্চ্ছা অর্থাৎ আত্মাতে মনের লয়ই রাজযোগ সমাধি।

অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা কেবল ঘটের শোধন, দৃঢ়তা, লাঘব, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত সাধন হইয়া থাকে এমত নহে, ইহাদ্বারা অষ্ট ও ষোড়শসিদ্ধি লাভ হয়। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, সর্ব্বকামাবসায়িতা, সর্ব্বজ্ঞ, দূর শ্রবণ, পরকায়-প্রবেশন, বাক্‌সিদ্ধি, কল্পবৃক্ষত্ব, সৃষ্টিসংহারসমর্থতা, অমরত্ব ও সর্ব্বাগ্র এই ষোড়শ সিদ্ধির লক্ষণ। অণু হইয়া অকস্মাৎ অদৃশ্য হওন সমর্থতাকে অণিমা, লঘু হইয়া উড্ডয়ন সমর্থতাকে লঘিমা, কিছুই অপ্রাপ্য না থাকাকে প্রাপ্তি, যথেচ্ছাচারিতাকে প্রাকাম্য, মহত্বকে মহিমা, ঈশ্বরত্বকে ঈশিত্ব, স্বাধীনতা যাহার তাৎপর্য্য বৈরাগ্য তাহাকে বশিত্ব, জিতেন্দ্রিয়তাকে সর্ব্বকামাব-সায়িতা, ত্রিকালজ্ঞ হওন সমর্থতাকে সর্ব্বজ্ঞ, দূর হইতে বাক্য শ্রবণ ক্ষমতাকে দূর শ্রবণ, পর দেহ প্রবেশ সমর্থতাকে পরকায় প্রবেশ, কামনা পূর্ণ কারিত্বকে কল্প-বৃক্ষত্ব, সৃষ্টি ও লয় করণ সমর্থতাকে সৃষ্টি সংহার কারিত্ব, মৃত্যুকে জয় করা অমরত্ব এবং সকলের অগ্রে গমন সমর্থতাকে সর্ব্বাগ্রসিদ্ধি বলে।

যোগ বলে আয়ুঃদীর্ঘ হয়। কর্ম্ম বশবর্ত্তী হইয়া জীবকে কর্ম্মের তারতম্য প্রভাবে আয়ুঃ গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইয়া থাকে। অজপা দ্বারা আয়ুর সংখ্যা নিরূপিত হয়। ষট্শতাধিকএকবিংশতিসহস্র বার (২১৬০০) হংস অর্থাৎ অজপা মন্ত্র জীব প্রত্যহ জপ করে। উক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের আধিক্য ও ন্যূনতা প্রযুক্ত জীবের আয়ুর ক্ষয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দুষ্কৃতি দ্বারা অজপার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া স্বল্পায়ুঃ এবং শ্বাসরোধ অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা অজপার ক্ষয় না হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হয়।

যোগ সাধক সর্ব্বদা কটু, অম্ল, লবণ, শাক, তৈল ও রামা অর্থাৎ স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষীর ভোজন অর্থাৎ ঘৃত দুগ্ধাদি দ্বারা দেহ রক্ষা করিবেন। অতি শীতল বা অতি উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ, প্রাতঃস্নান, উপবাস এবং একাহারও নিষিদ্ধ। যোগ দ্বারা এতাদৃশ ঐশ্বরিক শক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় সত্য, কিন্তু যোগাচরণ অতীব আয়াসসাধ্য ও সদ্গুরু কৃপা সাপেক্ষ। সেরূপ গুরু দুষ্প্রাপ্য বলিয়া অধুনা যোগমার্গ এক প্রকার উপন্যাস স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। যত প্রকার যোগ আছে তন্মধ্যে হট ও রাজযোগ প্রসিদ্ধ। শারীরিক কৌশলাদি অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা সাধন হট যোগ, এবং মানসিক অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা সাধনই

রাজযোগ। হট যোগ সাধন অতি দুরূহ, ইহার গুরু অতি বিরল এবং অধিকারীর সংখ্যাও অত্যল্প। যোগ সাধন করিতে গেলে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া আবশ্যক; কারণ বিন্দু পতনে যোগের অনিষ্ট হয়। তজ্জন্য অষ্ট প্রকার মৈথুন একবারে পরিত্যজ্য। অতএব এই যোগ সাধারণ গৃহিদিগের পক্ষে আশাতীত ও দুঃসাধ্য বলিলেও বলা যায়। বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করিলে সুসাধ্য হয় নচেৎ যে দেহে রতিক্রিয়া হইয়াছে সেই দেহ সদ্গুরু উপদেশবলে নেতি ও দন্তী সাধন বা প্রকারান্তর সাধন দ্বারা সংস্কার ব্যতীত অনধিকারী অবস্থায় স্বেচ্ছানুসারে কুম্ভক করিলে ক্ষয়, উন্মাদাদি রোগ জন্মাইবার সম্ভাবনা। মিতাহারী, জিতেন্দ্রিয়, রোগশূন্যসবল-নবযৌবনসম্পন্নকলেবর ও সন্তোষযুক্ত, শ্রদ্ধা ও ক্ষমাবান্, ভয় ও মোহ শূন্য, সত্য ও প্রিয়বাদী, শুচি, শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মাচরণশীল, শ্রুতিধর, জনসঙ্গবিরত, দেবগুরুপূজক এবং গুপ্তচেষ্ট ব্যক্তিই উক্ত যোগের উৎকৃষ্ট সাধক।

জ্ঞান ও যোগমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গ দ্বারা ঈশ্বরোপসনা সুসাধ্য সাধন। গৃহিগণ কৃতবিদ্য হইয়া বৈধ অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণ, যথাবিধি নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য, অতিথি সৎকার, দরিদ্রের দুঃখ মোচন, সৎক্রিয়ান্বিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান, সাক্ষাৎ পুরুষপ্রকৃতিস্বরূপ পিতা মাতার শুশ্রূষা, অর্থ, বস্ত্র,

শ্রদ্ধা, প্রেম ও মিষ্টবাক্যদ্বারা সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যাকে তোষণ এবং পুত্র পৌত্রাদি স্বজনবর্গকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়া যে কেবল নিশ্চিন্ত থাকিবেন এমত নহে; বিজ্ঞানশাস্ত্রপারদর্শী হইয়া কৃষি, বাণিজ্য ও বিবিধ শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিয়া স্বদেশের হিতসাধন, পরস্পর সৌহার্দ্দ্য দ্বেষশূন্য ভ্রাতৃভাব নিবন্ধন ঐক্যবর্দ্ধন এবং তাহাদের পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যদিগের দর্শন ও পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্র সমালোচন দ্বারা প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক ভারতহৃদয়ে পরম পবিত্র পুণ্যময় আর্য্যভাব, বীর্য্য, ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও প্রবল পরাক্রম, এবং মস্তিষ্কে অতীব তীক্ষ্ণ মহাকার্য্যকর বিষয়বুদ্ধি উদ্ধৃত করিয়া স্বদেশ গৌরব সাধনে নিরন্তর যত্নবান থাকা তাহাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সন্দেহ নাই।

এতাদৃশ প্রবৃত্তিমার্গে ঐহিক ক্ষণধ্বংসী ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিলেই যে মনুষ্যের উদ্দেশ্য সাধন হইল এমত নহে; সেই অখণ্ডানন্দ নিত্য বস্তুর জ্ঞান লাভই শ্রেষ্ঠ মনুষ্য বিশেষতঃ আর্য্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোক ও নিষ্কাম উপাসনা দ্বারা দেবলোক তৃপ্ত হন।

সগুণ ব্রহ্ম সাধনার নামই উপাসনা। ব্রহ্ম চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নিষ্কল ও অশরীরী হইয়াও মায়াবিম্ব অর্থাৎ

শুদ্ধসত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বজ্ঞ, নিয়ন্তা ও ঈশ্বরপদবিশিষ্ট হইয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে সাধক-উপাসনার হিতের নিমিত্ত রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গাদি সাক্ষাৎ আনন্দঘন জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। রাম কৃষ্ণাদি ইহারা ব্রহ্ম অর্থাৎ মহাবিষ্ণু হরির মূর্ত্ত্যন্তর ও নামান্তর মাত্র।

সংসার দুঃখ যিনি হরণ করেন তিনি হরি। যিনি 'কৃষ' অর্থাৎ উৎপত্তির 'ণ' অর্থাৎ নিবৃত্তি করেন তিনি কৃষ্ণ। যোগীরা যাঁহাতে রমণ করেন তিনিই রাম বা আত্মা। যিনি জন্ম মরণ কলন অর্থাৎ নাশ করেন তিনি কালী। যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি বিষ্ণু। যিনি পরম মঙ্গল অর্থাৎ কৈবল্য স্বরূপ তিনিই শিব।

যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া জগৎ কলুষিত হইয়া উঠে, তখন হরি যুগে যুগে আবির্ভাব হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ, ধর্ম্ম সংস্থাপন ও দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। যখন ব্রহ্ম এক ভিন্ন দ্বিতীয় নন তখন তাঁহার পবিত্র দ্যোতক স্বরূপ নানা মূর্ত্তি ও নাম পরস্পর অভিন্ন সংশয় নাই। সুতরাং ব্রহ্মের একনামে আস্থা রাখিয়া নামান্তরে অনাস্থা থাকিলে স্বয়ং ব্রহ্মের প্রতি দ্বেষ বা অনাস্থা করা হয়।

সাধক, নিষ্কাম, সদাচারী, দ্বেষ শূন্য ও ধর্ম্ম পরা-

য়ণ হইয়া সন্ধ্যাবন্দনা, তীর্থ দর্শন, দেবপূজাদিদ্বারা বুদ্ধিশুদ্ধি লাভ করতঃ শাস্ত্রোক্ত সৎকুলোদ্ভব, শান্ত,দান্ত, বিনীত, সুপ্রতিষ্ঠ, সুবুদ্ধিমান্, আশ্রমী, শুদ্ধাচার ক্ষমা শুচি ও ধ্যান নিষ্ঠাদি গুণ সম্পন্ন গুরু সমীপে আসীন হইয়া শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণেশ ও সূর্য্য মন্ত্রের অন্যতর কোন সুপ্রসন্ন গুরুকৃপাদত্ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিধি অনুসারে মন্ত্রযোগাচরণ করিবেন। মন্ত্রযোগ সাধন করিতে গেলে অহিংসা, সত্য অস্তেয়, দয়া ক্ষমাদি অবলম্বন করিতে হইবেক। মিতাহারী হইয়া দ্বেষ, দ্বন্দ্ব ও ধর্ম্মবিরুদ্ধভূত কাম বর্জ্জন করতঃ গুরু মুখে শাস্ত্র শ্রবণ ও তন্মধ্যে উপাসনা ও জ্ঞানের উপযোগী সারভূত পদার্থ গুলি মনন এবং তাহাই অভ্যাস রূপ নিদিধ্যাসন দ্বারা সংযত হইবে। সত্য গুণোপহিত চৈতন্যের উপাসনা করিতে গেলে যদ্দ্বারা রজস্তমোগুণের হ্রাস হইয়া সত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এমত উপায় বিধিমতে যত্ন পূর্ব্বক করিতে হইবে। যেরূপ সাধুসঙ্গ, তীর্থ দর্শন, ভগবদ্গীতাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, দেবও গুরুপূজাদি সত্বগুণপ্রদ; তদ্রূপ আহারাদি দ্রব্যের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সামান্য বুদ্ধিতে বুঝিতে গেলে মৎস্য মাংসাদি আহার করিলে হিংসা করা বা হিংসার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অধিকন্তু মৎস্যে তমোগুণ ও মাংসে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। তমোগুণের কার্য্য নিদ্রা, আলস্য, দ্বেষ, মৈথুনাদি, এবং

ক্রোধ,হিংসা,অহংকার, বিষয়বাসনাদি রজোগুণের কার্য্য মৎস্য, মাংস, শাক অম্ল, কটু, মাদক দ্রব্য, দিবা নিদ্রা অসৎসঙ্গ ও আলস্য নিষিদ্ধ এবং দুগ্ধ,ঘৃত, আতপতণ্ডুল, হরিতকী, গঙ্গোদক, ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ, বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গ প্রসিদ্ধ। সাধক সদা শুচি হইবেক এবং অবৈধ কাম বর্জ্জন করিয়া স্বদারে সুতোৎপত্তির নিমিত্ত ঋতুকালে গর্ভাধান করিবে। শৌচ দুই প্রকার। যথা; অন্তঃশৌচ ও বাহ্যশৌচ। নিদ্রান্তে, মৈথুনান্তে, মলমুত্র ত্যাগে, ভোজনান্তে, ও মলস্পর্শনে বহিঃশৌচের প্রয়োজন। মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্য শৌচ এবং ভাবশুদ্ধি দ্বারা অন্তঃশৌচ হইয়া থাকে। পরাপকার ও মিথ্যাভাষণ বর্জ্জনের নামই ভাব শুদ্ধি।

সদাচারী সাধক সূর্য্যোদয় কালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সহস্রারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ধ্যান করতঃ গুরুদেবের মানস পূজা ও জপ করণান্তর বহির্দেশে গমন করিবেন। পরে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শুচি হইয়া বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করতঃ মৃগচর্ম্মে উপবেশন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ও স্থির চিত্ত হইয়া স্বীয় উপাস্যের আনন্দময় প্রেমপূর্ণ অথচ কোটী সূর্য্য স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি হৃদয়ে সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মনাড়ী গ্রথিত অনাহত পদ্মে মন্ত্র জপ পূর্ব্বক ধ্যান করিবেন। অস্থির মন ধ্যান কালে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহাকে পুনঃ পুনঃ

উপাস্যে যোজনা করিবে। এই অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। ভক্তিভাবে উপাস্যের মূর্ত্তি ধ্যান, উপাস্যকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন এবং জীবের এক মাত্র গতি জ্ঞান, প্রেম ভাবে তাঁহার নাম কীর্ত্তন এবং কি অন্তরে কি বাহিরে সেই মূর্ত্তি দর্শন দ্বারা চিত্তের নৈর্ম্মল্য ও নিরোধ সাধন হয়। যখন চিত্ত ভ্রমর কীটের ন্যায় উপাস্যের সহিত তদাকারাকারিত হইয়া যাইবে অর্থাৎ উপাস্যের মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছু দৃষ্ট না হইবে, তখন সর্ব্বজ্ঞ জীবের গতি স্বরূপ ঈশ্বর ঈদৃশ বাসনা শূন্য কল্মষরহিত সাধককে প্রকৃত অধিকারী দেখিয়া স্বয়ং স্বকীয় সচ্চিদানন্দ অখণ্ডরূপ দর্শন দিয়া থাকেন। তজ্জন্য ব্রহ্মের একটী নামই স্বয়ম্প্রকাশ। বুদ্ধিও চিত্ত জড় বা অন্ধকার স্বরূপ এবং আত্মা অজড় বা আলোক স্বরূপ। তিমিরের যেমন আলোক নিকটে গমনসমর্থতা নাই, তদ্রূপ চিত্ত ও বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তব্য নহেন। তবে যেমন আলোকোদয়ে তমোনাশ হয়, সেইরূপ জীব অধিকারী হইলে ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশ হইয়া জীবের অজ্ঞানতা নাশ করতঃ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন।

ঈশ্বরোপাসনা কেবল পুরুষের পক্ষে এমত নহে, স্ত্রীগণেরও অধিকারী ভেদে উপাসনা কর্ত্তব্য। পতি ভিন্ন অপর পুরুষকে পুত্রসম জ্ঞানই সাধ্বী পতিব্রতা

স্ত্রীর লক্ষণ। লজ্জা সাধ্বী স্ত্রীর ভূষণ স্বরূপ। মূর্খ পুরুষ ও নিলর্জ্জা স্ত্রী উভয়ে পরস্পর সমান ঘৃণাস্পদ। স্ত্রীগণ সদা পতির আজ্ঞানুসারিণী হইয়া ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে পতিসেবা, সদা কায়মনোবাক্যে পতির হিতসাধন করিয়া পতিকে সন্তুষ্ট রাখিলে এবং পতি-বান্ধবগণকে যথোচিত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যত্ন করিয়া পতি ভিন্ন অপরকে বাৎসল্য ভাবে পুত্রসম দেখিলে চিত্ত শুদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। পতি সেবা ব্যতীত স্ত্রীদিগের পক্ষে অপর ব্রত, নিয়ম, উপবাস, তীর্থ দর্শ-নাদি অত্যাবশ্যকীয় নহে। চিত্তের একাগ্রতার নিমিত্ত সগুণ ব্রহ্মোপাসনা তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বিধবা স্ত্রীগণ যাঁহারা প্রাণসম পতি বিরহে একবারে প্রবৃত্তিতে আহুতি প্রদান করিয়া পতি বান্ধব সদনে বা তদভাবে পিতৃবান্ধব গৃহে থাকিয়া পরম পবিত্র নিবৃত্তি মার্গ আশ্রয় করতঃ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সেই নিত্য জগৎ পতির উপাসনায় নিয়ত রত থাকিবেন। নিষ্কাম ব্রত, নিয়ম, উপবাস, তীর্থদর্শন, তপঃ, দান, শৌচ ও ভাগবতাদি শ্রবণ তাহাদের পক্ষে প্রসিদ্ধ। আমিষ ও গুরুভোজন, পরান্ন, দ্বিভোজন, সুগন্ধি দ্রব্য, গ্রাম্যা-লাপ, কাব্য পাঠ বা শ্রবণ, পর্য্যঙ্ক, ক্রীড়া, রক্তবাস ও মৈথুন একবারে নিষিদ্ধ। একাহারী নিরামিষাসী বা হবিষ্যাসী হইয়া ঐহিক সুখ স্বপ্নসম অনিত্য বিবেচনায়

একবারে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনই তাহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। শিব চতুর্দ্দশী ও একাদশী তিথিতে নিরবচ্ছিন্ন উপবাস, মহাষ্টমী, জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী প্রভৃতি দিবসে যথাসময়ে স্বল্পাহার দ্বারা শরীরের রসোচ্ছ্বাসের হ্রাস ও মলিন বাসনার ন্যূনতা সাধন হয় তজ্জন্য ইহা বিধবাদিগের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এবম্বিধা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বিনী স্ত্রী যম নিয়ম সাধনে কৃতকার্য্য হইলে সুসাধ্য প্রাণায়াম অভ্যাসে সমর্থা হইতে পারেন।

মুক্তি কামনার ও নিষ্প্রয়োজন। ভোজন কালীন আহার করিতে বসিয়া অন্ন ব্যঞ্জনাদি দ্বারা দেহ সবল হইবে এমত বাসনা করিয়া যদ্রূপ কেহ আহার করে না অথচ খাদ্য দ্রব্যাদির স্বভাব সিদ্ধগুণে শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন ও বলসাধন হইয়া থাকে। কামিনীগণ পতি সংসর্গ করিয়া থাকে, পরন্তু তজ্জন্য পুত্রোৎপাদন হইবে এমত মনে না করিয়াও যখন শোণিত শুক্রের স্বভাব সিদ্ধ গুণে গর্ব্ভাধান হইয়া থাকে, তদ্রূপ উপাসনা ও যোগের ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া আহারাদি কার্য্যের ন্যায় কর্ত্তব্য কর্ম্মভাবে করিতে হয়। হলাহল ও অমৃত সেবন দ্বারা মৃত্যু ও দীর্ঘায়ু লাভ হইবে এমত মনে না করিয়াও সেবন করিলে যদ্রূপ তাহাদের অবশম্ভাবী ফলোৎপাদন হয়, তদ্রূপ যোগ ও উপাসনার তারতম্য ভেদে ফল

স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঈশ্বর দয়ালু, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বান্তর্যামী। তাঁহার নিকট অভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থ আবেদন ও প্রার্থনা করিতে হয় না। তিনি সাধকের উপাসনা বা কার্য্যের তারতম্য ভেদে উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা অজ্ঞানের কার্য্য। ভিক্ষুকের কোন স্থানে কোন কালে সমাদার নাই। সেই সর্ব্বশক্তিমান,সর্ব্বাধার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী,সচ্চিদানন্দ, সর্ব্বজ্ঞ,পরমাত্মা পরমেশ্বর; যিনি অবিনাশী, অনন্ত অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয়, অজাত, অক্ষয়, অব্যয়,অনাদি এবং নির্ব্বিকল্প, নির্ম্মল নিষ্পাপ নিয়ন্তা নির্গুণ নিত্য নিরাকার, নিরালম্ব ও নিরঞ্জন; যিনি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাতীত, দুর্জ্ঞেয় মহিমার নিধান, ন্যায় ও করুণার সাগর, প্রেম ও আনন্দের প্রভব, স্রষ্টা পাতা ও সংহারকর্ত্তা, স্বয়ম্ভূ ও পরম মঙ্গল অর্থাৎ কৈবল্য স্বরূপ হরি তাহাতেই সদা আত্ম সমর্পণ করা নিষ্কাম সাধকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অকপট ভক্তির চরম ফলই তত্ত্বজ্ঞান। অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষ।

অধিকারী না হইলে ঈশ্বরোপাসনা হইতে পারে না। অনধিকারী ব্যক্তির উপাসনা কখনই ফল প্রদ নহে। বরং তাহাতে বিপরীত বিষময় ফল দর্শিবার সম্ভাবনা। অতএব ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ মার্গের পথিক হইতে হইলে শাস্ত্রানুযায়িক অধিকারী হইতে হয়। যদ্দ্বারা

শাসিত বা নিয়মিত হয় তাহাই শাস্ত্র। শাস্ত্র চার প্রকার। যথা; বিবেক, তত্ত্ব, ভক্তি ও জ্ঞান শাস্ত্র। যে শাস্ত্র অধ্যয়নে শৌচাচার, নীতিজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান ও ন্যায্যান্যায্য বোধ জন্মে তাহা বিবেক শাস্ত্র। মায়া প্রভাবে কিরূপে ভূততত্ত্ব আত্মতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিল তাহা তত্ত্ব শাস্ত্র। যে শাস্ত্র পাঠে জীবত্মাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবার উপায় এবং স্তুতি ঈশ্বরপরায়ণতা, ভক্তি ও চিন্তা দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মতত্ত্ব লাভ হয় তাহা ভক্তি শাস্ত্র। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা বৈদান্তিক যোগাভ্যাসের জ্ঞান জন্মে, আত্ম সাক্ষাৎকার হয় এবং জীবাত্মা পরমাত্মা রূপে পরিণত হয়েন তাহাই জ্ঞান শাস্ত্র। অধিকারী হইয়া স্বস্ব কর্ম্ম দ্বারা জীবগণ অজ্ঞানের নাশ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ জীবন্মুক্ত হইতে পারে সন্দেহ নাই।

প্রারব্ধ।

"দেহে বিনষ্টে তৎকর্ম্ম পুনর্দ্দেহে প্রলভ্যতে।
যথা ধেনু সহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরং ॥
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তার মনুগচ্ছতি।
মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটী শতৈরপি ॥
অবশ্য মেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং ॥"

প্রত্যক্ষ অনুমান উপমা ও শব্দ দ্বারা বস্তুর উপলব্ধি হয়। যাহা দৃষ্ট হয় না বা হইবার নহে তাহা অনুমানাদি দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যদ্রূপ পুত্রকে তাহার পিতা কে এসম্বন্ধে স্থির করিতে হইলে কেবল অনুমান এবং তাহার আত্মীয়বর্গের কথায় বিশ্বাস করিয়া লইতে হয়, অপ্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বিশ্বাসের কোনরূপ ন্যূনতা থাকে না, তদ্রূপ ঈশ্বর আছেন কি না, মৃত্যুর পর কি হয় ও আত্মা কোথায় যায় প্রভৃতি প্রত্যক্ষাতীত বিষয় ভগবান ত্রিকালবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া নির্ম্মল পবিত্র চিত্তে আনুমানিক বিচার দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইতে হইবেক।

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে জীবগণ দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদাদি নানা প্রকার রূপ ও উপাধি ধারণ করিয়া কেহ বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ, কেহ বা সুখ দুঃখ এবং কেহ বা

নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করে। এক মনুষ্যজাতি মধ্যে আকৃতি প্রকৃতি অবস্থা ও রুচির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। যথা; কেহবা ধনবান, কেহবা দরিদ্র, কেহ বিদ্যান্ কেহ মূর্খ, কেহ রূপবান কেহ কুৎসিত, কেহ সবল সুস্থশরীরী কেহ ব্যাধিগ্রস্থ, কেহ সুন্দর অঙ্গ-সৌষ্ঠব বিশিষ্ট, কেহ অন্ধ খঞ্জ ও বধির, কেহ অজ্ঞান কেহ জ্ঞানী. কেহ পুত্রবান কেহ অপুত্রক ইত্যাদি। একজন রাজকুমার হইয়া বিনায়াসে জন্মাবধি আমোদ প্রমোদ সুখসচ্ছন্দে কালাতিপাত করে; অপর এক জন দীন দরিদ্র সন্তান হইয়া আজীবন অহোরাত্র পরি-পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় না। ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্যামী, অপক্ষপাতী, ন্যায়বান্ ও দয়ালু; সুতরাং তিনি যে একের প্রতি সদয় ও অপরের প্রতি নির্দ্দয় হইবেন এমত নহে। ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে কেবল জীবগণ স্বস্ব শুভাশুভ কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মা ধর্ম্ম প্রভাবে ঈদৃশ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্য হইয়া বারম্বার সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কেবল কর্ম্মই বন্ধন কারণ। শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে জীবের মোচন নাই। বৈধ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হয়। সম্যক্ ভোগ দ্বারা তৃপ্তি লাভ না হইলে বাসনার নিবৃত্তি হয় না। ত্যাগের সময় আসি-লেই জীবগণের বিষয় তৃষ্ণার অকস্মাৎ নিবৃত্তি পায়।

দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না। আত্মা অবিনাশী, নিত্য ও অব্যয়। তিনি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, শস্ত্র দ্বারা ছেদ্য, জল দ্বারা আর্দ্র এবং বায়ুদ্বারা শুষ্ক হইবার নহেন। তিনি স্থির, অচল, অনাদি, অব্যক্ত,অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র গ্রহণের ন্যায় দেহী জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অভিনব কলেবর ধারণ করিয়া থাকে। যেমন ব্রহ্মাণ্ডে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি গত হইয়া পুনঃ সত্যাদি ক্রমে কতশত দিব্যযুগ ও মন্বন্তরাদি চলিয়া যায়; তদ্রূপ দেহী কৌমার, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য কাটাইয়া পুনঃ পুনঃ কত সংখ্যক নবকলেবর ধারণ করতঃ কৌমারাদি অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদ্রূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে কি দৈনন্দিন কি প্রাকৃত প্রলয়ের পর পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি হইয়া থাকে; তদ্রূপ এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড নাশের পর যে পুনরুৎপত্তি আছে ইহার বিচিত্রতা কি? তবে কর্ম্মবশে দেহীকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এইমাত্র ভিন্ন; তেমন কর্ম্মের নাশে দেহের পুনরুৎপত্তি নাই।

জাগ্রৎ অবস্থায় জীব স্থূল শরীরে আত্মার অন্বয় সম্বন্ধ থাকায় সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, পরন্তু স্বপ্নাবস্থায় স্থূল শরীরে আত্মার ব্যতিরেক সম্বন্ধ এবং সূক্ষ্ম শরীরে অন্বয় সম্বন্ধ থাকায় জীব সল্প সময় মধ্যে নানাবিধ আনন্দ বা কষ্ট বহুকাল ধরিয়া ভোগ করি-

তেছি এমত অনুভব করিয়া থাকে। বস্তুতঃ জাগ্রৎ অবস্থার সুখ দুঃখের সহিত স্বপ্নাবস্থার সুখ দুঃখের কিছুই তারতম্য নাই। তদ্রূপ মৃতপ্রায় অবস্থায় যখন রোগ বা জরাজীর্ণ স্থূল শরীর অবশ ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, তখন জীব সূক্ষ্ম শরীরে কতবিধ ভীষণ মূর্ত্তি, ভয়ঙ্কর কণ্টকাবৃত স্থান ইত্যাদি দর্শনে ভীত ও চমকিত হয় এবং নানাবিধ রমণীয় মূর্ত্তি ও উত্তম স্থান দর্শনে বিজাতীয় আনন্দ অনুভব করে। ঈদৃশ ভয়ার্ত্ত ও প্রসন্নভাব তৎকালে রোগীর মুখ দর্শনে সম্যক প্রতীতি হইতে পারে। সেই অল্প সময় সূক্ষ্ম শরীরে কোটী কোটী যুগবৎ বলিয়া বোধ হয়। এদিকে তাহার এতাদৃশ স্বর্গ নরক ভোগানন্তর নরজন্ম গ্রহণোপযোগী হইলে অবশিষ্ট শুভাশুভ কর্ম্মফল বা প্রারব্ধ ভোগার্থ দেহান্তর প্রাপ্তি নিমিত্ত একটী পঞ্চ মাসের নব কলেবর রমণী উদরস্থ জরায়ু মধ্যে প্রস্তুত থাকে। যেমন জলৌকা একটী পদার্থকে আশ্রয় করিয়া অপরটী ত্যাগ করে, তদ্রূপ পুরাতন দেহস্থ জীব তখন গর্ব্ভস্থিত নব কলেবরটী আশ্রয় করিয়া পুরাতন জীর্ণ দেহটী ত্যাগ করিয়া থাকে। তখন নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় আত্মার সেই নূতন কলেবরে চৈতন্য হয়। পাঁচমাস কাল গর্ব্ভ যন্ত্রনা ভোগ করিয়া পরে বহির্গত হইয়া প্রারব্ধ ভোগ এবং পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ নিমিত্ত মোহ বশে

নানাবিধ শুভাশুভ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। ও দিকে পাঞ্চভৌতিক মৃতদেহটী বিনষ্ট হইয়া পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হয়।

যদ্রূপ লৌহ ও সুবর্ণ নির্ম্মিত শৃঙ্খল কৃষ্ণ ও পীত বর্ণ এবং মূল্যের ন্যূনতা ও অত্যাধিক্য সত্ত্বেও উভয়েই পরস্পর সমান বন্ধন কর; তদ্রূপ কর্ম্ম কি শুভ কি অশুভ সুখ ও দুঃখপ্রদ হইয়া উভয়েই সমভাবে জীবগণের বন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে। শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে জীবের যাতায়াত ঘুচেনা। বাসনাই কর্ম্ম সঞ্চয়ের মূল। তৎফল ভোগার্থ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ ও জরা মরণাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বাসনাই সংসার প্রবর্ত্তক। সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ন্যূনাধিক্য বশতঃ সুখ দুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে। বাসনা নিবৃত্তি না হইলে দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। মনের নিবৃত্তিই পরম শান্তি এবং শান্তিই প্রকৃত সুখ। কর্ম্ম চারি প্রকার। যথা; শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ ও অশুক্ল অকৃষ্ণ। দান তপাদি কর্ম্ম শুক্ল। অবৈধ কার্য্য কৃষ্ণ। বাহ্যে সাধুবৎ কিন্তু ফলে পর পীড়াদিপ্রদ মানুষী কার্য্য শুক্ল কৃষ্ণ এবং ভাল মন্দ ফল ত্যাগে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অশুক্ল অকৃষ্ণ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় করিতে হয়। জীবকর্ম্ম ক্ষয় করিতে পারিলে বা কর্ম্ম না করিলে নির্ব্বাণপদ

লাভে সমর্থ হয়। বন্ধন মোচনই মুক্তি। যোগ, জ্ঞান বা বৈরাগ্য কর্ম্ম নাশের উপায় স্বরূপ। যেমন ঘট সংবৃত আকাশ ঘটের নাশে মহাকাশ প্রাপ্ত হয়, যেমন জল জলে, ক্ষীর ক্ষীরে ও ঘৃত ঘৃতে মিশ্রিত হইয়া যায়; সেইরূপ কর্ম্মক্ষয় হইয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হইলে আত্মা ও মলিনতা ত্যাগ করিয়া স্বীয় সচ্চিদানন্দ রূপ প্রাপ্ত হয়েন।

বৈরাগ্য।

যত প্রকার জীব আছে তন্মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তথাপি অবিদ্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অর্থাৎ রজস্ত-মোগুণের আধিক্য ও সত্ত্বের ন্যূনতা হেতু মলিনতা প্রযুক্ত জীবোপাধি বিশিষ্ট হয়েন। অতএব সেই মলি-নতা অর্থাৎ অবিদ্যার নাশ করিতে পারিলেই মনুষ্য স্বীয় ঈশ্বররূপ লাভ করিতে পারেন!

মনুষ্য সামান্য পশ্বাদির ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের বশীভূত। কেবল ঐশ্বরিক জ্ঞান তাহা-দিগকে পশ্বাদি হইতে পৃথক করে। কাঞ্চন নির্ম্মিত পাত্রে ক্ষীর ঘৃতাদি দ্রব্য ভোজন দ্বারা দেহ রক্ষা, উত্তম অট্টালিকা মধ্যে দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা এবং সুন্দরী রূপবতী সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা

যুবতী স্ত্রী সম্ভোগে মনুষ্যের যে রূপ তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে; মৃত দেহাদি ভক্ষণ, গহ্বর মধ্যে মৃত্তিকোপরি শয়ন এবং ধূলি বা কর্দ্দম যুক্তা শৃগালী প্রভৃতি সম্ভোগে শৃগালাদি জন্তুরও তদ্রূপ দেহ রক্ষা, নিদ্রা ও রিপু চরিতার্থজনিত সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। একজন রাজকুমার উত্তম পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া সুনিদ্রা লাভে সমর্থ হয় না; কিন্তু এক দরিদ্র সন্তান ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া সুখে নিদ্রা যায়। রত্ন, ঐশ্বর্য্য পাণ্ডিত্য ও পদমর্য্যাদায় সুখ বা সন্তোষ নাই। মনই সন্তোষের আবাস স্থান। মন অভিমানে উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া আজীবন অর্থ ও যশঃ আদি লাভে ব্যাপৃত থাকিয়া নিবৃত্তিরূপ পরম শান্তি রসে বঞ্চিত হয়। অভিমানরোগে আক্রান্ত হইয়া জীব অজীবন মলিন হইয়া থাকে। ঈদৃশ বিষম ব্যাধি বিনাশার্থ বিষয় বাসনারূপ কুপথ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ অর্থাৎ সাধুসঙ্গকে পথ্য করিয়া বিবেক ও ব্রহ্মবিচার রূপ সুধারস অনুপানের সহিত অহংব্রহ্ম ইত্যাকার অপরোক্ষ জ্ঞানভেষজ সেবন কর্ত্তব্য। যদ্দ্বারা কর্ত্তা, ক্রিয়া ও কারণ; ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইহাদের ভেদ জ্ঞান দূর হইয়া অভিমান দূরে পলায়ন করে।

আমি মহৎ, আমি জ্ঞানী, আমি বিদ্বান্, আমার

স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সকল অবিদ্যা বা মলিনতার কার্য্য ও বন্ধন কারণ। এই সমস্ত মলিনতা ত্যাগোদ্যমের নাম সাধনা। কেবল ত্যাগই আমাদের উপাসনা, যোগ ও জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। পরন্তু মহামায়ার এমনই প্রভাব যে সেই ত্যাগরূপ ব্রতে একান্ত ব্রতী হইয়াও কৃতকার্য্য হওয়া যার তার ভাগ্যে ঘটে না। ইহা বহু অভ্যাস ও জ্ঞান সাপেক্ষ। প্রথমতঃ আমি কি, কিভাবে আছি ও আমা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আছে কি না, ইহা তত্ত্বমস্যাদি বাক্য ও নিত্যানিত্য বস্তুবিচার দ্বারা স্থির করিয়া আমিই ঈশ্বর ও ঈশ্বর সত্য এবং জগৎ মিথ্যা তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে হইবেক। এই সমস্ত স্থির হইলে পর, আমি সকল অনিত্য অর্থাৎ মিথ্যা ব্যাপারে ব্যাপৃত আছি কেন এই বিচার উপস্থিত হইবে। কেবল রজস্তমোগুণাধিক্য মলিনতা প্রযুক্ত আর কিছুই নহে ইহা বিচার দ্বারা স্থির হইলে, তখন এই সমস্ত ব্যাপার ত্যাগে মলিনতারও ত্যাগ হইবে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবেক।

আমি যখন সেই চিন্ময়, অখণ্ড ও অদ্বীতিয় ব্রহ্ম অর্থাৎ আমা ব্যতীত দুইটী বস্তু পৃথিবীতে নাই; তখন আমার আবার স্ত্রী কে? পুত্র কে? ঐশ্বর্য্য কি? যশঃ কি? পদমর্য্যাদা কি? মানই বা কি? আপমানই বা কি? সুখ কি? দুঃখই বা কি? কাম কি? ক্রোধ

কি ? লোভ কি ? মাৎসর্য্যই বা কি ? হিংসা কি ? দ্বেষ কি ? এবং দ্বন্দ্বই বা কি ? আমি এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। সুতরাং ব্যক্ত্যন্তর নাই যাহার উপর ক্রোধ, হিংসা বা দ্বেষ করি ও বস্ত্বন্তর নাই যাহা লোভ করি। অতএব আমি এক আমার কেহ বা কিছুই নাই।

বৈরাগ্য কথাটী মুখে বলিতে কাগজে লিখিতে যত সহজ তৎসাধন তদ্রূপ নহে। ইহা বহু সুকৃতি, আয়াস ও অভ্যাস সাধ্য। আমাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রাদিতে যে সকল ধর্ম্মনীতি আছে, তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ত্যাগ আর কিছু নহে। চৌর্য, মিথ্যা ভাষণ ও পরদার গমন ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম। পরের দ্রব্য না লওয়া অর্থাৎ কেবল স্বীয় দ্রব্যে সন্তুষ্ট থাকার তাৎপর্য্য ক্রমে দ্রব্য বা বিষয় ত্যাগ। দ্রব্য ত্যাগ একবারে সহজ ব্যাপার নয় বলিয়া বাল্যকাল হইতে পরের না লওয়া এবং স্বীয় বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা যখন অভ্যাস হইয়া পড়ে ও দ্রব্যের সম্যক ভোগ হইয়া আইসে তখন আবার জ্ঞানোদয়ে স্বীয় দ্রব্যের অনিত্যতা জ্ঞান ও পরাপরভাবশূন্যতা উপস্থিত হইয়া সমস্তই ত্যাগ হইয়া পড়ে। সেইরূপ বাক্য ত্যাগ একবারে সহজ নয় বলিয়া প্রথমতঃ মিথ্যা-ভাষণ বর্জ্জন দ্বারা ক্রমে সত্য পর্য্যন্ত ত্যাগ হইয়া আইসে তদ্রূপ প্রথমতঃ পরদারে বিরক্তি সাধন হইলে জ্ঞানোদয়ে স্বীয়টীতেও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

অতএব কৌটীল্য ত্যাগে সরলতা, ক্রোধ ত্যাগে ক্ষমা, সংসারলিপ্ততা ত্যাগে নির্লিপ্ততা, হিংসা ত্যাগে অহিংসা, নিষ্ঠুরতা ত্যাগে দয়া, গুরুভোজন ত্যাগে মিতাহার, শত্রুতা ত্যাগে মিত্রতা, চাঞ্চল্য ত্যাগে স্থৈর্য্য বা গাম্ভীর্য্য, অধীরতা ত্যাগে ধৈর্য্য, অশুচিতা ত্যাগে শুচিতা, অপকার ত্যাগে উপকার, কার্পণ্য ত্যাগে দানশীলতা, পরাপরবোধ ত্যাগে ভ্রাতৃবোধ দ্বৈতভাব ত্যাগে অদ্বৈতভাব, অসন্তোষ ত্যাগে সন্তোষ, নাস্তিকতা ত্যাগে আস্তিকতা, অবিশ্বাস ত্যাগে শ্রদ্ধা, অভক্তি ত্যাগে ভক্তি এবং অজ্ঞান ত্যাগে শাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রথমে অভ্যাস কর্ত্তব্য। এবম্প্রকারে ক্রমশঃ ধর্ম্মবিরুদ্ধভূত কাম, ক্রোধ, অর্থ ও আহারীয় দ্রব্যাদি ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত কামাদি অভ্যাসদ্বারা বিষয় ভোগে সম্যক্ তৃপ্তিলাভ হইলে পরিণামে সমস্তই ত্যাগ হইয়া যায়। ভোগ দ্বারা বিষয় তৃষ্ণা নিবারণ হইলে সহসাই বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে।

স্ত্রী পুত্র ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি আপাততঃ পরম আদরের ধন বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহারা স্বপ্নবৎ অনিত্য পদার্থ। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা স্ত্রী যার নিমেষ বিরহে প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠে, যে প্রাণ সম পুত্রের অদর্শনে বা অশুভ সমাচারে জীবন ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয় এবং যে ঐশ্বর্য্য প্রভাবে আপনাকে মহৎ বলিয়া

প্রতীতি হয়, সে সকলই স্বপ্নবৎ ক্ষণধ্বংসী পদার্থ। তাহারা আমার নহে বা আমিও তাহাদের নহি। যে অর্থ জন্য প্রতিবেশী ও আত্মীয় স্বজনের সহিত দ্বন্দ্ব, দুর্ব্বলের বিত্ত ও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্বহরণ এবং শঠতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য ও বিশ্বাসঘাতকতাকে আশ্রয় করিয়া আমি জীবন ও ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে অর্থ আমার নহে, কিন্তু তদুপার্জ্জন নিবন্ধন অধর্ম্ম সকল এবং অর্থমদে মত্ত হইয়া যে সকল হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, অহিতাচরণ, স্বার্থপরতা ও গুরুজনের অবমাননা করিয়াছি সে সকল কেবলই আমার। সেই অনর্থরূপ অর্থ আমার সঙ্গে যাইবে না, কেবল তদুপার্জ্জিত ধর্ম্মাধর্ম্মগণ আমার অনুবর্ত্তী হইয়া আমাকে বারম্বার জন্ম মরণ দুঃখে নিপতিত করিবে। স্বপ্নে সুখ ও বিভীষিকাদি দৃষ্ট হয়, পরে যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইলে স্বপ্নের অনিত্যতা সহজেই অনুভূত হইয়া থাকে; তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ে এই মায়াময় সংসারান্তর্গত পুত্র কলত্র ও অর্থাদি অনিত্য বা স্বপ্নবৎ পদার্থ বলিয়া নিশ্চয় হয়।

নিষ্কাম ব্রত, যজ্ঞ, দান, তীর্থদর্শন প্রভৃতির উদ্দেশ্য আর কিছু নহে কেবল ত্যাগাভ্যাস। লোকে বিশ্বেশ্বরকে উত্তমোত্তম ফল ও জগন্নাথকে পরমান্নাদি উত্তমোত্তম দ্রব্য অর্পণ করিয়া আর সে দ্রব্যাদি পুনঃ গ্রহণ না করিয়া আজীবন নির্লোভ হইয়া থাকে। এইরূপে

সমস্ত দেবগণকে এক এক দ্রব্য অর্পণ করিলে অনেক দ্রব্যেরই ত্যাগ সাধন হইয়া থাকে। এরূপ ত্যাগসমর্থতা সেই সেই দ্রব্যের সম্যক ভোগান্তে ঘটিয়া থাকে বলিয়া লোভ হয় না। বাসনা সত্তে বৈধ কর্ম্মের ত্যাগ যুক্তিবিরুদ্ধ। যখন অভ্যাস দ্বারা বিগতস্পৃহ হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত ত্যাগ হইয়া আইসে তখনই জীব মুক্ত। বাসনা শূন্য হইলে স্ত্রী, পুত্র; ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ কিছুতেই বাধা দিতে পারেনা। তখন সুখ দুঃখ, মানও অপমান কিছুই থাকেনা।

সংসারে আত্মীয় বর্গের সহিত কলহ, পোষ্যবর্গের জীবিকা নির্ব্বাহে অশক্ততা, শ্মশানে মৃতদেহ দর্শন, দুরবস্থা হেতু বিবাহ করিতে অসমর্থতা ইত্যাদি নানা কারণে যে একপ্রকার বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে তাহার নাম ক্ষণবৈরাগ্য। প্রাচীন অবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়গণ নিস্তেজ হয় এবং জীব আর পিশাচবৎ কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে অথচ বাসনা থাকে; তখন এক প্রকার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় তাহাকে সাময়িক বৈরাগ্য বলা যায়। ঈদৃশ বৈরগ্য ফলপ্রদ নহে।

সমুদায় কর্ম্ম ও বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হওয়াকে বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্য দুই প্রকার। পর ও অপর। অপর বৈরাগ্য চারি প্রকার। যথা; যতমান, ব্যতিরেক,একেন্দ্রিয়ত্ব ও বশীকর। সংসারের সারাসার

বিবেচনাকে যতমান, দুর্জ্জয় কাম ক্রোধাদি বশীভূত করা ব্যতিরেক, সাংসারিক বিষয় ইচ্ছা সত্তেও এক মাত্র মনে সমুদয় ইন্দ্রিয় নিরোধ করাকে একেন্দ্রিয়ত্ব, এবং ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ ইচ্ছা ত্যাগ করাকে বশীকর কহে। বশীকর বৈরাগ্য তিন প্রকার। যথা; মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর। স্ত্রী পুত্র বিয়োগে সংসারে ধিক্কার পূর্ব্বক বিষয় ত্যাগ ইচ্ছাকে মন্দ, স্ত্রী পুত্র সত্তে শাস্ত্র দ্বারা সংসারের অনিত্যতা বোধে সংসার ত্যাগের নাম তীব্র, এবং পুত্র দয়িতা ও বিপুল ঐশ্বর্য্য সত্তে জ্ঞানোদয়ে ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের অনিত্যতা বোধে যে ত্যাগ তাহাকে তীব্রতর বৈরাগ্য বলে। এই তীব্রতর বৈরাগ্যে মুমুক্ষত্বই পরমহংসের লক্ষণ। মন্দ বৈরাগ্যে সংন্যাসে অধিকারী হয় না। নিত্যানিত্য বস্তু বিচারাদি দ্ব'রা বিষয়বীতরাগ হইয়া সমাধি দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হওয়ার নামই জ্ঞান এবং সেই রূপ জ্ঞানীকে জীবন্মুক্ত বলে।

ষট্‌চক্র।

জীবের দেহই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। তন্মধ্যে জীবাত্মা ঈশ্বর। মূলাধারাদি সহস্রারান্ত চক্রই ভূর্ভুবস্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যলোক। পাদাধঃ, পাদ, গুল্‌ফস্থান, জঙ্ঘা, জানু, উরু ও কোটী দেশই অতল,বিতল, নিতল, সুতল, মহাতল, রসাতল ও তলাতল সপ্ত পাতাল। দেহের মধ্যে নাসাগ্রে ইন্দ্রলোক, দক্ষিণ ও বাম নেত্রে অগ্নি ও শিবলোক, দক্ষিণ ও বাম কর্ণে যমলোক ও বায়ুলোক এবং মস্তকে ব্রহ্মলোক। ইহার মধ্যে মেরু-দণ্ড হিমালয়, ইড়া গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা, ও সুষুম্না সরস্বতী। অস্থি পর্ব্বত ; মাংস দ্বীপ ; এবং রক্ত, রস, শুক্র, মূত্র, শ্লেষ্মা লাল, ও ঘর্ম্ম ইহারা সমুদ্র। মুখ, কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসা, নাভি, উপস্থ, গুহ্য ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই দশদ্বার দশদিক। শৈশব হেমন্ত, কৌমার শরৎ, তারুণ্য বসন্ত, যৌবন গ্রীষ্ম, প্রৌঢ়তা বর্ষা ও বার্দ্ধক্য শীত এই ষড়ঋতু। সংন্যাস, বাণপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহস্থাশ্রমই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ। জাগ্রৎ অবস্থা দিবা এবং নিদ্রা রাত্রি। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণই দেবতা, প্রাণাদি পঞ্চ ও নাগাদি পঞ্চ বায়ুই মরীচ্যাদি ঋষিগণ এবং কামাদি রিপুগণই ভূত প্রেতাদি। হিংসা, নিন্দা, ঈর্ষা, দ্বেষাদি রাহু শন্যাদি

গ্রহগণ। জ্ঞান আলোক এবং অজ্ঞান অন্ধকার। ব্যাধিই জলপ্লাবন ও ভূমিকম্প এবং মৃত্যুই প্রলয়।

মেরুদণ্ডের বহির্দ্দেশে বামভাগে চন্দ্ররূপা ইড়া, দক্ষিণে সূর্য্যরূপা পিঙ্গলা এবং তন্মধ্যে সত্ত্বরজস্তমোগুণ-ময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা বিকসিত ধুস্তূরকুসুমসদৃশ সুষুম্না নাড়ী গুহ্যদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপৃতা আছে। তদন্তর্গত উপস্থদেশ হইতে শির পর্য্যন্ত বজ্রানাম্নী অপর এক নাড়ী এবং তন্মধ্যস্থ মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত প্রণব যুক্তা, শুদ্ধ বুদ্ধি ও যোগগম্যা এক চিত্রিনী নাড়ী ষটপদ্মাভ্যন্তর ভেদ করিয়া দেদীপ্যমানা আছে। ইহার মধ্যদেশে আধারপদ্ম পুটকস্থ হরমুখকুহর হইতে শিরস্থ সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত বিদ্যুৎপুঞ্জ সমা উজ্জ্বলা, অতীব সূক্ষ্মা, নিরাকারা, মুনিমনোভাসমানা, শুদ্ধভাব ও জ্ঞান-প্রদা সুখময়ী ব্রহ্ম নাড়ী আছে। স্বাধিষ্ঠানের অধো-ভাগে অধোমুখী লিঙ্গরূপী শিব মুখই ব্রহ্মনাড়ীর দ্বার।

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ষট্ পদ্ম সুষুম্না নাড়ী অন্তর্গত, চিত্রিনী দ্বারা গ্রথিত; অর্থাৎ পদ্মের কর্ণিকা গুলি চিত্রিনী ও দল সমূহ বজ্রানাড়ী মধ্যস্থ; কেবল মূলাধার পদ্মের দল সুষুম্না মধ্যস্থ মাত্র, কারণ বজ্রা স্বাধিষ্ঠান হইতে উত্থিত হইয়াছে।

গুহ্যদেশের উপরিভাগে মূলাধার অর্থাৎ চতুর্দ্দল পদ্ম, লিঙ্গের ঊর্দ্ধে স্বাধিষ্ঠান অর্থাৎ ষড়দল পদ্ম, নাভি-দেশে মণিপুর অর্থাৎ দশদল পদ্ম, হৃদয়ে অনাহত অর্থাৎ দ্বাদশ দলপদ্ম, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ অর্থাৎ ষোড়শদল পদ্ম এবং ভ্রূদেশে আজ্ঞা অর্থাৎ দ্বিদল পদ্ম, এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত শিরোদেশে অধোমুখে সহস্রার নামে এক সহস্রদল পদ্ম আছে।

উপরোক্ত ষট্‌পদ্ম মধ্যে নানা দেবদেবী বিবিধ বীজযুক্ত যন্ত্রোপরি বাস করিতেছেন। চতুর্দ্দল পদ্মে শূলাষ্টক ও পৃথ্বীবীজ (লং) সংযুক্ত চতুষ্কোণ চক্রোপরি ব্রহ্মা ও ডাকিনী শক্তি, ষড়দল পদ্মে বরুণ বীজ (বং) সংযুক্ত শুভ্রবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যন্ত্রোপরি নারায়ণ ও রাকিণী-শক্তি,দশদল পদ্মে বহ্নিবীজ(বং)যুক্ত স্বস্তিকাখ্য যন্ত্রোপরি মহাকাল ও লাকিনী শক্তি, দ্বাদশ দলপদ্মে ধূম্রবর্ণ বায়ু বীজ (যং) যুক্ত ষট্‌কোণ যন্ত্রোপরি ঈশান শিব ও কাকিনী শক্তি এবং উক্ত ষট্‌কোণ যন্ত্রান্তর্গত এক ত্রিকোণ যন্ত্র মধ্যে বাণাখ্য শিব লিঙ্গ, ষোড়শ দল পদ্মে আকাশ বীজ (হং) যুক্ত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ গোলাকার এক শূন্য চক্রোপরি সদাশিব ও সাকিনী যোগিনী এবং দ্বিদল পদ্মে এক ত্রিকোণ যন্ত্রোপরি ইতরাখ্য শিবলিঙ্গ ও হাকিনী শক্তি আছেন। যথায় মনের আবাস স্থান।

উপরোক্ত পদ্মের দল গুলি পর্য্যায় ক্রমে মাতৃকা

সুশোভিত। যথা ; চতুর্দ্দলে বকারাদি সকারান্ত বর্ণ-চতুষ্টয়, ষড়দলে বকারাদি লকারান্ত ষড়বর্ণ, দশদলে ডকারাদি ফকারান্ত দশবর্ণ,দ্বাদশদলে ককারাদি ঠকারান্ত দ্বাদশ বর্ণ, ষোড়শ দলে অকারাদি বিসর্গান্ত ষোড়শ বর্ণ ও দ্বিদলে হকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণদ্বয় দ্বারা সুশোভিত আছে।

একচিত্তে অহর্নিশি উপরোক্ত চক্র সমূহ ও তত্রস্থ দেবদেবী ধ্যানে বিশেষ ঐশী সমর্থতা জন্মে। মূলাধার ধ্যানে সুস্থ দেহ, শুদ্ধ স্বভাব, সুপাণ্ডিত্য, নরেন্দ্রত্ব ও সর্ব্ববিদ্যাবিনোদিত্ব লাভ ; স্বাধিষ্ঠানে মুনীন্দ্রত্ব, কবিত্ব লাভ ও মোহ নাশ ; মণিপুরে সৃষ্টিস্থিতিসংহার-সমর্থতা, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান লাভ ; অনাহতে অভীষ্ট ও বাক্‌সিদ্ধি, রক্ষাবিনাশশক্তি, জ্ঞানিগণাগ্রগণ্যতা ও স্ত্রী পুরুষের প্রিয় ভাজন ; বিশুদ্ধে—আত্মজ্ঞান, বাক্‌পটুতা, সর্ব্বজ্ঞত্ব, অরাগ ও অশোক লাভ ; এবং আজ্ঞায় পরপুরপ্রবেশসমর্থতা, সর্ব্বদর্শিতা, সর্ব্বহিতৈষিতা, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতা ও ঈশ্বরত্ব লাভ হয়।

এতদ্ব্যতিরিক্ত শিখরে শূন্য প্রদেশে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণেন্দু সদৃশ শুক্ল বর্ণ সমস্ত মাতৃকা ভূষিত অধোমুখে বিকসিত সহস্র দল পদ্ম আছে, তন্মধ্যে পূর্ণসুধাকরস্থিত তড়িতের ন্যায় ত্রিকোণ যন্ত্রোপরি পরমাত্মা মহাশিব আছেন। এই পদ্মের নিম্নে অর্থাৎ ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধে

দ্বিদল পদ্ম সমীপে প্রদীপ শিখা সম জ্যোতিষ্মান প্রণবাত্মক অন্তরাত্মার স্থান এবং ইহার উপরিভাগেই বায়ুর লয় স্থান। হৃদয়ে অনাহতপদ্মে হংসরূপী প্রদীপকলিকাসম জীবাত্মার বাস স্থান, যথায় সাধক স্বীয় উপাস্যের ধ্যান করিয়া থাকে। বজ্রা মূলদেশে মূলাধার পদ্মের উপরিভাগে কর্ণিকা মধ্যবর্ত্তী ত্রিপুরা নাম যন্ত্রে বিদ্যুৎ সম কামরূপ কন্দর্প নামে বায়ু সমস্ত দেহে বিলাস করিতেছে। কর্ণিকা মধ্যে কোমল কিরণশালী আরক্ত বর্ণ, শরদিন্দুনিভকান্তিমান, আনন্দময় লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভূ অধোমুখে বিলাসানুভব করিতেছেন এবং তদূর্দ্ধে অতি সূক্ষ্ম মৃণালতন্তু সদৃশী সর্পসমা নিদ্রিতা নবীন বিদ্যুন্মালা সম বিলাসমানা জগন্মোহিনী মহামায়া কুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবৃত্তাকারে শিবলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া ব্রহ্মদ্বারে অমৃত পান করতঃ শ্বাসোচ্ছ্বাস বিভাগ দ্বারা জীবের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। মত্তালিমালার ন্যায় কুণ্ডলিনীর অস্ফূটধ্বনি জ্ঞানশক্তি প্রভাবে মূলাধারে উৎপন্ন হইয়া ইচ্ছাশক্তি বশতঃ হৃদকমলে নাদময়ী হইয়া কণ্ঠে বৈখরী হয়তঃ বর্ণাত্মিকা বাণীরূপে নিঃসৃতা হয়।

যম নিয়ম অভ্যাসপরায়ণ অধিকারী সাধক গুরুকৃপায় প্রাণায়াম ক্রম অবগত হইয়া কূর্চ বীজ (হুং) দ্বার নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীকে তপ্তা করিয়া মূলাধারস্থ

স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, অনাহতস্থ বাণাখ্যলিঙ্গ ও আজ্ঞাস্থ ইত-রাখ্য শিবত্রয় ভেদ করিয়া সহস্রারে মহাশিবে উত্থিত করিতে সমর্থ হয়। কুলকুণ্ডলিনী মহাশিবে লয় হইয়া স্বেচ্ছানুসারে অমৃত পান করতঃ পুনঃ অধোমুখে শিব-ত্রয় ভেদ করিয়া মূলাধারে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গকে পূর্ব্ববৎ বেষ্টন করিয়া নিদ্রিতা থাকেন। যদ্দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য হয় তাহার নাম যোগ। কুলকুণ্ডলিনীর চৈতন্যে আত্ম-জ্ঞান হয়। সহস্রার পদ্ম—শৈবদিগের শিবস্থান, বৈষ্ণব-দিগের বৈকুণ্ঠ, শাক্তদিগের দেবীস্থান এবং অপরের প্রকৃতি পুরুষ স্থান।

তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার যোগের নামান্তর মাত্র। পঞ্চ-মকার যথা; মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মদ্য ও মৈথুন। যে কর্ম্ম দ্বারা 'মাং' অর্থাৎ রসনাকে 'সিনোতি' অর্থাৎ বদ্ধ করা যায় তাহাই মাংস। ইহার তাৎপর্য্য খেচরী মুদ্রা দ্বারা জিহ্বাকে কপাল কুহরে উত্তোলন করিয়া বদ্ধ করা আর কিছুই নহে। গঙ্গা যমুনা অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা মধ্যে সদা বিচরণ-শালী শ্বাসপ্রশ্বাস রূপ মৎস্যকে ভক্ষণ অর্থাৎ শ্বাসরোধের নামই মৎস্য সাধন। বিষয় হইতে চিত্তকে মুদ্রণ অর্থাৎ আকর্ষণই মুদ্রা সাধন। উপাস্যে পুনঃ পুনঃ চিত্তের সংযোগ বিয়োগ বৃত্তিই মৈথুন অথবা মূলাধারস্থিতা স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতা পরমাশক্তি কুণ্ডলিনীকে সহস্রারস্থিত মহাশিবে সংযোগ করার

নামই মৈথুন সাধন। কুলকুণ্ডলিনীর সহস্রদল পদ্মস্থ শিবমুখ নিঃসৃত অমৃত পানই মদ্যসাধন। অতএব পঞ্চমকারের তাৎপর্য্য কেবল খেচরীমুদ্রা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও সমাধি আর কিছুই নহে।

পঞ্চমকারের এবম্বিধ প্রকৃত অর্থ কামাখ্যাদি তন্ত্রে বিশিষ্টরূপে বর্ণিত আছে এবং তাহা সাধারণ তন্ত্রে সচরাচর উল্লিখিত না থাকায় মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য মাংসকে জীব জন্তুর শরীর, মৎস্যকে নদ নদীর বা পুষ্করিণীর মৎস্য, মুদ্রাকে ভাজাভুজি, মদ্যকে দোকানের উত্তেজক, মাদক ও কামোদ্দীপক সাধারণ সুরা এবং মৈথুনকে স্ত্রীর সহিত পুরুষের রিপুচরিতার্থ রতিক্রিয়া বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, এবং তদনুযায়ী কার্য্য করতঃ বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া তজ্জনিত নানাবিধ অবৈধ কার্য্য দ্বারা জীবনকে কলুষিত করিয়া এবং কখনবা মদ্য ও মৈথুন সাধনের ফলস্বরূপ অত্যুৎকট পাপ নিবন্ধন বিধিমতে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

পঞ্চমকারের প্রকৃত অর্থ সর্ব্বতন্ত্রে উল্লিখিত না হইবার তাৎপর্য্য এই যে রজস্তমঃ প্রধান যথেচ্ছাচারী পাষণ্ড, অসুরপ্রকৃতি, নাস্তিক-বুদ্ধি ও মৎস্যমাংসাশী ব্যক্তিগণ যাহারা লাম্পট্য, সুরাপান ও বিষয় বাসনায় সতত মত্ত থাকিয়া পশুদিগের ন্যায় আহার, নিদ্রা, ভয় ও

মৈথুন জীবন ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানে কালাতিপাত করে, এবং যাহাদের পক্ষে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন একেবারে সাধ্যাতীত বিবেচনায় শাস্ত্রে সেই সমস্ত অসুর-প্রকৃতি মনুষ্যদিগের মোহনার্থ পঞ্চমকারের অর্থের যথার্থতা প্রদর্শিত না হইয়া রাজসিক ও তামসিক পূজা ও বলিদান ব্যবস্থা হইয়াছে। অসুরপ্রকৃতি কদাচারীগণ মদ্য মাংসাদির লোভে দেবার্চ্চনায় রত হইয়া জন্ম জন্মান্তরে হিংসাদি কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে সত্য, পরন্তু সে সমস্ত ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে এবং দেবার্চ্চনাজনিত ঈষৎ অকৃত্রিম শান্তি ও ভক্তি রসের ক্রমশঃ আধিক্য হইয়া উঠিলে তাহাদের চিত্ত শুদ্ধি হয়, তখন তাহাদের হিংসাদি কার্য্যে প্রবৃত্তির হ্রাস হইয়া সাত্ত্বিক-বুদ্ধি উপস্থিত হয়।

হিংসা, পরদারগমন ও সুরাপান সর্ব্বশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। অতএব যে পঞ্চমকার তন্ত্রে মহাপাতকনাশক ও মুক্তি-প্রদ বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহার অবশ্যম্ভাবী স্বতন্ত্র একটী যৌগিক অর্থ হইবে তদ্বিষয়ে সংশয় কি ? কারণ যোগ ব্যতীত মুক্তিপথে গত্যন্তর নাই।

মাংস রজোগুণ, মৎস্য মুদ্রা তমোগুণ ও মদ্য রজস্তমোগুণপ্রদ, এবং মৈথুন রজস্তমোগুণের কার্য্য। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধান, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গেলে, যখন ঈশ্বর বুদ্ধি-প্রদ সত্ত্ব গুণের আধিক্য নিবন্ধন

চিত্ত শুদ্ধির প্রয়োজন এবং ভোগ লালসা,মলিন বিষয় ও নাস্তিক বুদ্ধি-প্রদ রজস্তমোগুণের পরিবর্জ্জণ একান্ত কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই ; তখন পঞ্চমকারের সাধারণ অর্থ উপাসনার আনুষঙ্গিক বলিয়া শান্তচেতা সাধক সমীপে কখনই সঙ্গত বলিয়া অনুভূত হইতে পারে না। যদি মৎস্য, মাংস, মুদ্রা, মদ্য ও মৈথুন পাপনাশক ও মোক্ষপ্রদ হইত, তবে মৎস্যাশী, মাংসাশী, মদ্যপায়ী ও লম্পটগণই কি শাস্ত্রোক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ ? তাহা হইলে বেদজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, হবিষ্যাশী ব্রাহ্মণগণ এবং তত্ত্বজ্ঞ ফল-মূলাশী সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণই বা শাস্ত্রে ঈশ্বরপদবাচ্য এবং জনসমাজে ভক্তিভাজন ও মহামান্য হইতেন কেন ? উপরোক্ত সাত্বিক পঞ্চমকারার্থই শাস্ত্রের ও শাস্ত্রকারের একমাত্র উদ্দেশ্য সংশয় নাই।

তন্ত্রে লিখিত "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে, উত্থায়চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই শ্লোকের সাধারণ অর্থ এই যে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া ভূতলে পতিত হইলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ পান অর্থাৎ গূঢ় পানই নির্ব্বাণপ্রদ। পশুবৎ মনুষ্যগণ এই অর্থের যথার্থতা বোধে তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া আত্মঘাতী হইয়া অকালে রবিসুত সদনে গমন করে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে মূলাধার পদ্মই ভূতল স্বরূপ ; তৎপদ্মস্থিতা স্বয়ম্ভু লিঙ্গ-

বেষ্টিতা এক মাহামায়া কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। যিনি যোগ দ্বারা জাগরিত হইয়া পদ্মান্তরস্থ শিবত্রয় ভেদ করতঃ সহস্রারে মহাশিবে লয় হইয়া অমৃত পান এবং অধোমুখে ব্রহ্ম নাড়ীমধ্যে গমন করিয়া পুনর্মূলাধারে অবস্থান করেন। তাহার সহস্রারে পুনঃ পুনঃ যোগ দ্বারা উত্থিত হইয়া অমৃত পানই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদ অতএব উপরোক্ত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ; শ্রুতিস্মৃত্যাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘৃণাকর সুরাপান কখনই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। যে সুরা প্রভাবে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, সাধুর সাধুত্ব, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহীদিগের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নষ্ট হয়; যদ্দ্বারা কত শত ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, পরদার ও গুর্ব্বাঙ্গনা গমন, হিংসা, চৌর্য্য, দ্বন্দ্ব, ও দ্বেষাদি কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হয়; এবং যজ্জনিত পাপ চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা ক্ষয় হয় না; সেই মহা ঘৃণাকর, মলিন ও নীচ-প্রবৃত্তি-প্রদ সুরা কখনই পবিত্র বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সংশ্লিষ্ট ঈশ্বরোপাসনার আনুষঙ্গিক প্রকরণ বলিয়া সঙ্গত বোধ হইতে পারে না। বিপন্ন অবস্থায় আহারীয় দ্রব্যাভাবে এমন কি চাণ্ডালান্ন গ্রহণ ও ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট ভোজন দ্বারা প্রাণরক্ষা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে; কিন্তু আহার ও পানীয় দ্রব্যাভাবে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও সুরা স্পর্শনীয় নহে। এরূপ উপনিষদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপে কীর্ত্তিত আছে। তন্ত্র শাস্ত্রের অর্থ স্বভাবতঃ অতি গূঢ়, সুতরাং তদ্বি-

যয়ে জ্ঞান ও সদ্‌গুরোপদেশ সাপেক্ষ। মদ্য মৈথুনাদিতে স্বভাবতঃ অনেকেরই প্রবৃত্তি সত্তে অবৈধ দোষ-বোধে যাহারা তাহাতে আশক্ত হইতে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হইত; তাহারা তন্ত্রোক্ত সঞ্চমকার সাধনের নাম উল্লেখ করিয়া উহার প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কেহ বা প্রকৃত অর্থে উদাস্যভাব প্রকাশ করিয়া বীরাচারী ভানে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। এবম্প্রকারে তাহারা অজ্ঞানবশতঃ পরম পবিত্র পুণ্যময় এবং কলিযুগের এক মাত্র গতি স্বরূপ আগম শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিতে বসিয়াছে। জ্ঞানীগণের তাহাদের ভ্রষ্টাচার দর্শনে মহা পবিত্র আগমের উপর ঘৃণা বা দ্বেষ না হইয়া পঞ্চমকারের প্রকৃত অর্থ বোধে যত্নবান হওয়া উচিত।

তামসিক ও রাজসিক পূজায় শাস্ত্রে যে ছাগ, মহিষ ও মেষাদি বলিদান ব্যবস্থা আছে তাহার অর্থ সত্ত্বগুণাবলম্বী সাধক সমীপে ছাগ,মহিষ ও মেষ হত্যা নহে। তাহার একটী পবিত্র গূঢ় অর্থ আছে। চণ্ডীতে "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে" ঈদৃশ ভাবযুক্ত বিবিধ শ্লোক আছে। ইহার অর্থ—যে দেবী সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে অবস্থিতি করিতেছেন সেই দেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। সেই চৈতন্য রূপিণী দেবী যখন ছাগাদি জীবগণে সমভাবে আছেন তখন ঈদৃশ চণ্ডীপাঠান্তর দেবী

পূজান্তে দেবী সমীপে দেবীর উদ্দেশে ছাগাদি রূপা দেবীর বলিদান সম্পূর্ণরূপে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম ও যুক্তি-অসঙ্গত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য সন্দেহ নাই।

যিনি চৈতন্য রূপে আত্মা স্বরূপ সর্ব্বজীবে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহার অর্চ্চনা কালে তাঁহার উদ্দেশে পরম অধর্ম্মরূপ হিংসা কার্য্য কখনই সম্ভবে না। ছাগ সদা রতি প্রিয়, মহিষ উত্তেজী ও ক্রোধী এবং মেষ অতি ভীরু। যেমন কাহাকে সিংহ সদৃশ বলিলে তাহাতে তাঁহাকে পুচ্ছ ও তীক্ষ্ণ নখ যুক্ত না বুঝাইয়া কেবল প্রবল পরাক্রমশালী বুঝায়; তদ্রূপ এখানে উপরোক্ত ঈশ্বরোপাসনার আনুষঙ্গিক বলিদান জীবগণের শরীর বলিদান না বুঝাইয়া কেবল তাহাদের পরস্পরের প্রবল স্বভাবের উপর লক্ষ করিতে হই-বেক এবং তাহাই শাস্ত্রের অভিপ্রেত। সুতরাং যে খড়্গ দ্বারা হননকার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা লৌহনির্ম্মিত খড়্গ নহে, যদ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ও সর্ব্ব সংশয় ছেদ হয় এমত জ্ঞানই খড়্গ। সেই কামরূপ ছাগ, ক্রোধরূপ মহিষ ও বিঘ্নাশঙ্কারূপ মেষ জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা বলিদান দিয়া নিষ্কাম, জিতক্রোধী ও অভয় হইবে ইহা সাত্ত্বিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। উপরোক্ত পঞ্চমকার সাধন কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব সকল মুমুক্ষু পক্ষেই আবশ্যক। এই সাধনা দ্বারা জীব অবিদ্যার নাশ করতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে।

গীতাষ্টবিংশতি।

—o—

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

অজ্ঞান তিমির হর, ওহে গুরু কৃপা করে,
কত কাল রহিব এবে, দিয়ে জ্ঞান আলোকেরে।
তুমি ধাতা তুমি ত্রাতা, ত্বংগতি ত্বংহি নিয়ন্তা,
বেদাতীত পরমাত্মা, নির্ব্বাণ কারণ ;—
ব্যোমতীত নিরঞ্জন, অনাদি ভবতারণ,
নিস্তার কর অধমে দুস্তার এ ভবপারে॥
যোগ যাগ জপ ধ্যান, সব হয় অকারণ,
বিনা তব কৃপা কণ, ডাকি সরল অন্তরে॥ ১॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়া।

জয় হর শঙ্কর।
ঈষাণ শশিশেখর, ভূতভাবন ভব, ত্রিলোচন দিগম্বর।
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, নির্গুণ বিকার শূন্য,
ত্র্যম্বক ত্রিপুরান্তক, ব্যোমকেশ গঙ্গাধর॥
কৃত্তিবাস ভীম ভব, বিরূপাক্ষ বামদেব,
মৃত্যুঞ্জয় সদাশিব, ধূর্জটি পরমেশ্বর॥
শিব শম্ভু উমাপতি, আশুতোষ পশুপতি,
ঐশ্বর্য্য যাঁর বিভূতি, মহাযোগী মহেশ্বর॥ ২॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়া।

কবে গো মা মহামায়া,মহেশ মনোমোহিনী।
কৃপাকরি এ অধমে, তারিবে গো নিস্তারিণি॥
তুমি মায়া তুমি বিদ্যা, গুণত্রয়ি জগদাদ্যা,
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র প্রসবিণি॥
তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ, যমাদি অষ্টসাধন,
শরণাগত দীনার্ত্ত, পরিত্রাণ পরায়ণি॥ ৩॥

রাগিণী ঝিঝীট খাম্বাজ—তাল একতালা।

কেমনে ভাবি মা তারা, তব রূপ কালি কলুষ হরা।
মন যে চঞ্চল, না ভাবে অমল বিশুদ্ধ আনন্দময়ী ভবদারা॥
মনে করি ল'ই সত্যেরই আশ্রয়, লভিবারে নিজ বিশুদ্ধ আলয়,
দুষ্ট রিপুগণ না মানে বারণ, নষ্ট করে ব্রত নিজ বলে তারা॥
না জানি কি ক'রে, নিরোধি চিত্তেরে,
জ্ঞান বৈরাগ্য না আছে অন্তরে,
যোগ জানি না ওগো ত্রিনয়ণা,
যাকর মা তুমি ত্রিলোকনিস্তারা॥ ৪॥

রাগিণী ঝিঝীট—তাল একতালা।

মাগো তারিণী, জগত জননি, কি দোষে নিঠুরা অধম সন্তানে।
এভব সংসার, নিরয় অসার বারম্বার কষ্ট সহেনা প্রাণে॥
শাস্ত্র মতে কর্ম্ম শুভাশুভগণ, যারা বন্ধন কারণ;—
তব ইচ্ছা বলে, জীবগণ চলে, ইচ্ছাময়ি তারা,
তা'রা বা কি জানে॥
অনাদি অদ্বয় জগত কারণ, কর মা মোচন;—

তোমাভিন্ন যত, সকলি অনিত্য, মায়াময় সব, বিশাল ভুবনে
তুমি জীবের গতি, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, দিতে মাত্র আছ মা ;—
অজ্ঞান অধমে, তার মা পরমে, ঘুচাও "আমার আমি"
শব্দ ত্রিনয়নে ॥ ৫ ॥

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল আড়া।

(মা) কেজানে তব মহিমা (তারা), মহামায়া কুণ্ডলিনি।
যে মায়ায় মোহিত সদা, জীবগণ ত্রিণয়নি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম জেনে কেন, অধর্ম্মেতে ধায় মন,
ঐরি কেবল রিপুগণ, দুর্জ্জয় তা'রা শিবানি।
যে ক্রোধেরে ঘৃণা করি, পরক্ষণে না সম্বরি,
এ মর্ম্ম বুঝিতে নারি, যা কর মোহনাশিনী।
কত কাল রহিব এবে, অনিত্য অসার ভবে,
কে হেন আছে নাশিবে এ যন্ত্রণা নিস্তারিণি ॥ ৬ ॥

রাগিণী মুলতান—তাল আড়া।

দীন তারিণী দয়াময়ি, এ দীনে কবে তারিবে।
বারম্বার গতায়াত, বল মা কবে নাশিবে ॥
চাহিনা মা যশ অর্থ, দারা সুত সব অনর্থ,
গেল দিন পরমার্থ, সর্ব্বদা তাদের ভেবে ॥
দিতে কুমতি সুমতি, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি,
তুমি মাত্র আছ গোমা, সে ইচ্ছায় কি না সম্ভবে ॥
দেখা দাও মা কৃপা করে, ডাকি সরল অন্তরে,
যোগ যাগ জানি না মা, অধম সন্তান ভেবে ॥৭॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়া।

নমো ভবেশ ভাবিনি।
দয়াময়ি নিস্তারিণি, দুর্গতিনাশিনি তারা, দুরিত বারিণি॥
ত্বংহি ব্রহ্ম সনাতনি, সচ্চিদানন্দ রূপিণি,
নিরাকারা ত্বং সাকারা, জ্ঞান দায়িনি॥
জগন্ময়ি জগদ্ধাত্রি, সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্রি,
কাল হারিণী কালি, কলুষ নাশিনি॥ ৮॥

রাগিণী বাহারবাগেশ্রী—তাল আড়া।

প্রেমময় হরি নাম, মুখে বল অনিবারি।
অন্তরেতে ভাব তাঁরে, কি দিবা কিবা শর্ব্বরী॥
হস্ত করুক কার্য্য তার, পদ মুখ আঁখি আর,
মনে সদা জপ তাঁর মহা মন্ত্র নাম হরি॥
অজপা সহিত জপ, দূরে যাবে যত পাপ,
না রহিবে মনস্তাপ, হিংসা দ্বেষ পরিহরি॥
বারম্বার গতায়াত, অবিদ্যাদি ক্লেশ যত,
সকলই ঘুচিয়া যাবে, সে নাম আশ্রয় করি॥৯॥

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়া।

কত দিনে এ অধমে তারিবে দয়াল হরি।
ঘুচাবে ভব যন্ত্রণা, আর যে সহিতে নারি॥
করাতে ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সকলই তোমারই কর্ম্ম,
বুঝি না ইহার মর্ম্ম, আমরা ভুগিয়া মরি॥
শাস্ত্রে তুমি দয়াময়, শ্রুতিতে আনন্দময়,
নিজ গুণে অকিঞ্চনে, কৃপা করি হে মুরারি॥১০॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড় খ্যাম্‌টা।

দিনগেল অলসে, সদা মুগ্ধ হয়ে মায়া বশে।
ভজিলাম না অধম তারণ, মধুসূদন;—সেই দয়াল
হরি জগদীশে॥
অহংকারে হতজ্ঞান, কামক্রোধে মত্ত মন,
অর্থ অর্থ করে প্রাণ, অনুক্ষণ ;—ভাবিলাম না হইবে
কি পরিশেষে॥
যদি একবার মনে করি, ভজি নারায়ণ হরি,
বিঘ্ন আসি অকারণে ক্ষণে ক্ষণে ;—
টানে মন পথান্তরে অনায়াসে॥১১॥

রাগিণী মুলতান—তাল আড়া।

ভক্তিভাবে ডাকরে মন, সেই অধম তারণে।
যাঁর ইচ্ছায় তুমি চল, জগৎ চলে যে কারণে॥
হিংসা নিন্দা বিবর্জ্জিয়ে, সত্য দয়া ধর্ম্ম লয়ে,
জ্ঞান পুষ্পে পূজ তাঁরে, তীব্র বৈরাগ্য চন্দনে॥
বল হরি স্মর হরি, অন্তরে বাহিরে হরি,
দ্বেষ স্বার্থ পরিহরি, সদা আনন্দিত মনে॥ ১২॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কেবলে নির্গুণ তুমি ওহে দয়াময় হরি।
সগুণ হইয়ে কত, লীলা কর ত্রিপুরারি॥
সত্বরজস্তমোগুণ, করে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন,
দেব যক্ষ জীবগণ, তোমারই ইচ্ছায় ;—

রাখিতে নাশিতে পার, তব মহিমা অপার,
বাক্য মনের অগোচর, সে রূপ বর্ণিতে নারি ॥
তব ইচ্ছা হ'লে পরে, দেখা দাও সাধকেরে,
নিস্তার হে ভব পারে, দিয়ে তব চরণ তরী ॥১৩॥

রাগিণী ঝিঝীট খাম্বাজ—তাল যৎ।

দীননাথ দয়াময় নাম হে তোমার।
বুঝা জাবে এইবারে কেমনে কর নিস্তার ॥
আমি যে অজ্ঞান অতি, না আছে তাহে ভকতি,
জানি না সাধনা স্তুতি, কেমনে হইব পার ॥
যোগ যাগ ভর করে, লোকে যায় ভব পারে,
সে সব জানি না কিছু, যা করহে কর্ণধার ॥১৪॥

রাগিণী ধুন—তাল আড়খেম্টা।

ভাব ওরে মূঢ় মন, ও সেই অনাদি কারণ।
নিত্য নিরঞ্জন যিনি, অধম তারণ ॥
মিছা মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে, অনিত্যে নিত্য ভাবিয়ে,
বিষয় বাসনা লয়ে ,কাটালে জীবন ॥
স্বার্থ দিয়ে বিসর্জ্জন, হইয়ে সংযত মন,
স্মর হরি অনুক্ষণ, সত্য সনাতন ॥১৫॥

রাগিণী ঝিঝীট—তাল যৎ।

যা করহে প্রভু সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন।
যা কিছু আমরা করি, তুমিই তাহার কারণ ॥

কেবল তব ইচ্ছা বলে, যত জীবগণ চলে,
মোহ মুগ্ধ হয়ে করে, অভিমান অকারণ ॥
ওহে দয়াময় হরি, কোন বাসনা না করি,
এই কর যেন থাকে,ধর্ম্মচিত্ত অনুক্ষণ ॥ ১৬॥

রাগিণী জংলা—তাল পোস্তা।

কত রঙ নিচ্চ হরি, এক হইয়ে নানা হয়ে।
অপার মহিমা তব, কেপাবে তাহা বুঝিয়ে ॥
তুমি জান তব মর্ম্ম, তুমিই কর সুকুকর্ম্ম,
মধ্যে থেকে আমি শব্দে, বলি মরিলাম ভুগিয়ে ॥
কেবল তব মায়াবলে, কত রূপ ধ'চ্চ ছলে,
কত ভাল ক'চ্চ তুমি, এ আমার তোমার বলিয়ে ॥
কোন ঘটে তুমি জ্ঞানী, ঘটান্তরে হও অজ্ঞানী,
দরিদ্র অথবা ধনি, পশুপক্ষী আদি লয়ে ॥
ঘটের ভোগ শেষ হইলে, ত্যাগ কর গুণ নানা ছলে,
ক্ষান্ত হও নিজ বলে, আর খেলনা সং সাজিয়ে ॥ ১৭॥

রাগিণী টড়িভৈরবী—তাল আড়া।

কেন হে অনাথ নাথ, নিদয় অধম বলে।
এ ঘোর সংসার হতে নিস্তার নাহি করিলে ॥
বিষয়েতে চিত কেন, ধায় নাথ অকারণ,
না ভেবে তব চরণ, বিমোহিত রিপু বলে ॥
আমার অস্থির মন, পাপে মুগ্ধ অনুক্ষণ,
অধর্ম্মেতে রত সদা, নামানে বারণ ;

না মানে সে গুরু জনে, না ভাবে সে সনাতনে,
নিজ গুণে অকিঞ্চনে, তার হরি অন্তকালে ॥ ১৮॥

রাগিণী আড়েনা—তাল ঝাঁপতাল।

ওরে দুর্ম্মতি মন, ভাঁবিলে না কদাচন,
বিষয়েতে মত্ত হয়ে, সেই অনাদি কারণ।
যিনি সত্য সনাতন, বিশুদ্ধ আনন্দঘন,
নিগুর্ণ বিকার শূন্য, নির্ম্মল ভব তারণ ॥
অহংকার পরি হরি, কাম ক্রোধ আদি করি,
হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ ঐরি, সবে দিয়া বসর্জ্জন ;—
ভাব নিত্য নিরঞ্জন সগুণ দয়া নি[illegible]ান,
যাঁর কৃপা বলে মন, পাইবে যে [illegible]রিত্রাণ ॥১৯॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

মন দিন গেল।
না ভজিয়ে সনাতনে, জনম হ'ল বিফল ॥
অধর্ম্মকে লয়ে তুমি সর্ব্বক্ষণ, কর দিব [illegible]নিশি অর্থেরই চিন্তন,
না ভাবিলে একবার নিত্য নিরঞ্জন, [illegible]পস্থিত অন্তকাল ॥
দারা সুত আদি যত বন্ধুগণ, তোমি[illegible]ে প্রাণ সাদরে এখন,
নানা মতে তোমায় করিছে যতন,সে সম[illegible] তা'রা রহিবে কোথায়;
কিছুই যাবেনা সঙ্গেতে তোমার, অট্টা[illegible]লিকা রত্ন যশ কীর্ত্তি আর,
সকলই জানিহ সংসার অসার,যার জন্য চিত সর্ব্বদা চঞ্চল ॥২০॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

ত্যজ বাসনা এখন।
বিষম বিষয় লয়ে, কাটালে জীবন ॥
ও পথে যেওনা আর, মোহময় সব অসার,
স্বপ্ন সম অনিত্য মন, বন্ধন কারণ ॥
নিবৃত্তিরে সঙ্গে লয়ে, প্রবৃত্তিরে বিসর্জ্জিয়ে,
ভক্তি জ্ঞান যোগ পথে, ভ্রম অনুক্ষণ ॥
সকণ্টক বিঘ্নময়, এ পথ জেনো নিশ্চয়,
উৎকর্ষ সাধন বলে, পাইবে রতন ॥
অভিমান দূরে যাবে, হিংসা অবিদ্যা পলাবে,
কি ছিলে কি হবে তুমি, চিনিবে তখন ॥২১॥

রাগিণী ঝিঝীট—তাল যৎ।

অনিত্য বিষয়ে মন ভ্রম অকারণ।
কিছুই রবেনা তোমার মুদিলে নয়ন ॥
আপন বলিয়া যারে, ভাল বাস সমাদরে,
ছাড়না নিমেষ তরে, সে কোথা রবে তখন ॥
অহংকারে হতজ্ঞান, তুচ্ছ ক'রে গুরু জন,
ধনমদে মত্ত হয়ে, ভজিলেনা সনাতন ॥২২॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়া।

কেন ভ্রম অকারণ, অনিত্য সংসারে মন।
কিছুই রবেনা তোমার, কেবল কর্ম্ম বন্ধন ॥
(ধনমদে) সুখ আশে মত্ত হয়ে, হিতজ্ঞান হারাইয়ে,
বিষয় বাসনা লয়ে, হারাইলে আত্মজ্ঞান ॥

এই যে অনিত্য দেহ, পতন হবে নিঃসন্দেহ,
কেহই সঙ্গে যাবে না, দারা সুত পরিজন ॥
যদি মন হিত চাও, তাঁহারে শরণ লও,
যে জন চৈতন্য রূপে, সর্ব্বত্রে বিরাজমান ॥ ২৩।

রাগিণী কেদারা—তাল আড়া।

পরিহর মন্ত্রণা।
বিষম বিষয় বাসনা, মহামোহে মুগ্ধ হয়ে,
তত্ত্বজ্ঞান হারাওনা ॥
ক্ষণিক সুখের আশে, বদ্ধ আছ মায়া পাশে,
হইবে কি পরিশেষে একবার ভাবিলে না ॥
দারা সুত বন্ধুগণ, যারা করিছে যতন,
কেহই সঙ্গের সঙ্গী, অবশেষে হইবে না ॥
অভিমান পরিহরি, ভজ সনাতন হরি,
যাঁহার চরণ তরি, ঘুচাবে ভব যন্ত্রণা ॥ ২৪॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

এদেহ অনিত্য জেন মন।
বৃথা আমার আমার করে, কেন নাশিছ জীবন ॥
যে দেহ সুন্দর ভেবে, বহু যত্ন কর এবে,
মাটির জিনিষ মাটি হবে, যে দিন মুদিবে নয়ন ॥
প্রাণসম প্রেয়সী, নিমিষ যারে না পশি,
বিরহিত চিত্ত কত, কে কোথা রবে তখন ॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা বলে, কত অর্থ উপার্জ্জিলে,
সকলই পড়িয়া রবে, বিনা ধর্ম্মাধর্ম্মগণ ॥

বৃথা ক'রে অর্থ অর্থ, কেন নাশ পরমার্থ,
বিসর্জ্জন করি স্বার্থ, ভাব সত্য সনাতন ॥ ২৫॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

আমি কে কি ভেবে, এসেছি ঘোর সংসারে।
কোথাই বা যাব আমি, কয়েক দিন পরে ॥
কেবা পিতা কেবা মাতা, কেবা ধাতা কেবা ত্রাতা,
মিত্রামিত্র সুতসুতা, আমারই ধরায় ;—
একা এলাম একা যাব, কাহারে সঙ্গে না লব,
কার জন্য না ভাবিব, তখন ক্ষণ তরে।
এক হয়ে কর্ম্ম বশে, ফিরিতেছি নানা বেশে,
এবেশ রবে না শেষে, চিনিলে আপনারে ॥২৬॥

বাউলের সুর—তাল আড় খেম্‌টা।

(এদেহের) পাট কর মন, করে যতন,
মিলবে রতন পরিশেষে।
খেজুর গাছ হইতে যেমন, চিনিরে মন, বা'র করে
জন্‌ অনায়াসে ॥
কেন হেথা সেথা কর বৃথা, ব্যস্ত হয়ে লোক দেখাইয়ে
তোমার দেহেতে মন, আছে সে ধন,
তিল মধ্যে তেলের বেশে।
(ওবে) মূলাধারে মহামায়া, কুণ্ডলিনী শিব পরে ;—
নিদ্রিতা আছেন যিনি, জাগাও তাঁরে,
চাও যদি মন সে মহেশে ॥
ষট্‌পদ্ম পরে, তোলো তাঁরে, সহস্রারে মহাশিবে ;—
তথায় ভাব তাঁরে, ভবোপরে, ঘুচ্‌বে জ্বালা সবিশেষে ॥

রাগিণী ঝিঝীট—তাল যৎ।

কারে পূজিবে মূঢ় মন, ফুল চন্দনে।
সে ফুলে যে আছেন তিনি, ফলেতে আর উদ্যানে॥
আছেন যিনি সর্ব্বভূতে, নিরাকারে সর্ব্বমতে,
বিনা সে চৈতন্য রূপ, সর্ব্বমিথ্যা ভুবনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য কারে দিবে, মনে বা কারে পূজিবে,
যে জন সুদুরারাধ্য,' যোগিগণ না পান ধ্যানে॥
দ্বেষ স্বার্থ পরিহর, অজ্ঞানের নাশ কর,
তখনই মিলিবে হর, পূজা হোম বিহনে॥২৮॥

সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯	সত্ত্বা	সত্তা
১	১৫	সর্ব্বনিয়ত্তা	সর্ব্বনিয়ন্তা
৬	১০	বৃত্তিভেদ	বৃত্তিভেদে
০	•	চার	চারি
৭	১	ঊর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
১০	১১	সত্ত্বে	সত্তে
•	১৭	কর্ত্তৃত্ব	কর্ত্তৃত্ব
১২	১৪	জগংকে	জগৎকে
১৩	১১	রূপে	রূপ
২১	১৭	রাত্রে	রাত্র
২৩	৯	রেচক	রেচক দ্বারা
ঐ	ঐ	শোড়ষ	ষোড়শ
২৯	১৮	মূত্তি	মূর্ত্তি
৩১	১	কার্য্য	কার্য্য।
৩৩	১৪	নিবৃত্তি।	নিবৃত্তি
ঐ	২২	নিরামিষাসী	নিরামিষাশী
ঐ	২৩	হবিষ্যাসী	হবিষ্যাশী
৩৫	৭	সর্ব্বান্তর্যামী	সর্ব্বান্তর্যামি
৪৮	১৮	বৈরগ্য	বৈরাগ্য
৬০	৪	সঞ্চমকার	পঞ্চম কার
৬৫	২	দয়ামমি	দয়াময়ি
৬৬	১	ঝিঝিট	ঝিঝীট